খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৮

১৬-৩১ অক্টোবর, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

আমাদের অনুসরণ করুন @NISPIBIndia









জাতীয় ঐক্য দিবস বিশেষ

‘এক ভারত’-এর শক্তি

‘শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর সংকল্প

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সমাপনের বছর এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, ‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর চেতনা সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের গণ্ডি পেরিয়ে ভারতের নীতিগত দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বিগত ১১ বছরে, সমন্বিত ব্যবস্থা জীবনকে সহজ করেছে, নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করেছে এবং একটি অভিন্ন ভারতীয় পরিচিতিকে শক্তিশালী করেছে।





সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি

‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানটি শুধু সহনাগরিকদের ইতিবাচক উদ্যোগগুলোকেই জনসমক্ষে তুলে ধরে না, বরং দেশের সাফল্যগুলিকেও তুলে ধরে। যখন এই মঞ্চে এই সাফল্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন সারা দেশের মানুষ তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রচারিত ‘মন কি বাত’-এর ১৩৮তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সার্জিকাল স্ট্রাইক, ডিজিটাল জনগণনা, ভারতীয় সংস্কৃতি, প্রাচীন মন্দিরগুলি, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মাদকবিরোধী অভিযান, খেলাধুলা, ওডিওপি (এক জেলা এক পণ্য) এবং পুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে অনুষ্ঠানটি থেকে সম্পাদিত কিছু অংশ তুলে ধরা হলো...

- **সার্জিকাল স্ট্রাইক:** দশ বছর আগে, ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের আস্তানায় একটি সার্জিকাল স্ট্রাইক পরিচালনা করে। আমাদের সাহসী সৈন্যরা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) অতিক্রম করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা দেখে বিশ্ববাসী বিস্মিত হয়েছিল।

- **উপযুক্ত জবাব:** গত এক দশকে বালাকোট বিমান হামলা থেকে শুরু করে ‘অপারেশন সিঁদুর’ পর্যন্ত ভারত বারবার একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে: ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের যেকোনো আগ্রাসনের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

- **‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি:** আধুনিক ভারত সন্ত্রাসবাদের প্রতি ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি অনুসরণ করে এবং আমরা এই পদ্ধতির ফলাফল প্রত্যক্ষ করছি।

- **রাম জন্মভূমি আন্দোলন:** বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক কার্যনির্বাহী সভাপতি মাননীয় প্রয়াত অশোক সিংঘল দ্বারা রাম জন্মভূমি আন্দোলনে যে দিক নির্দেশ এবং শক্তি সঞ্চারিত করা হয়েছিল তার জেরেই আমরা আজ অযোধ্যায় এই চমৎকার মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছি।

- **প্রথম সৌরশক্তিচালিত গ্রাম:** মোধেরা আর শুধুমাত্র তার সূর্য মন্দিরের জন্য পরিচিত নয়, গুজরাটের এই গ্রামটি এখন দেশের প্রথম সৌরশক্তিচালিত গ্রামে পরিণত হয়েছে। আজ মোধেরা সম্পূর্ণরূপে সৌরশক্তিতে চলে, যা দেশের জন্য সুস্থায়িত্বের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

- **নতুন সম্ভাবনা:** উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে আমলকী নতুন সুযোগের উৎস হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ‘এক জেলা, এক পণ্য’ উদ্যোগের মাধ্যমে আমলকীর সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় উদ্যোগগুলি গতি পেয়েছে। বর্তমানে প্রতাপগড়ে আমলকী প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে জড়িত প্রায় ১০০টি ইউনিট চালু রয়েছে।

- **পুষ্টিকর সজনে ডাঁটা (মোরিঙ্গা):** ছত্তিশগড় ‘হর ঘর মুঙ্গা-ঘর-ঘর মুঙ্গা’ (প্রতিটি ঘরে সজনে) অভিযান শুরু করেছে। এর মাধ্যমে, মানুষকে তাদের খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর মুঙ্গা বা সজনে ডাঁটা অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- **অষ্টবিনায়ক যাত্রা:** পান্থুন থিরখাননের প্রয়াসকে ধন্যবাদ, থাইল্যান্ডে ভক্তদের মধ্যে অষ্টবিনায়ক যাত্রা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ২০০২ সালে তিনি উত্তর থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই-তে গণেশ হিমাল জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন; বর্তমানে এখানে ভগবান গণেশের ১০,০০০-এরও বেশি মূর্তি রয়েছে।

- **মাদকাসক্তি নিরাময় অভিযান:** ‘নেশা মুক্ত যুবা অভিযান’-এর অধীনে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ শপথ নিয়েছেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন মাদক থেকে দূরে থাকবেন এবং এই বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন।

- **এক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত:** প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেবল একে রক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায়শই, যখন আমরা প্রকৃতির যত্ন নিই, তখন তা আমাদের নিজেদের জীবনের অবলম্বন হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে কিছু মহিলা এই বন্ধনের এক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।

- **হাতির পাল:** আসামে রয়েছে সোনাই রুপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, যেখানে হাতিরা ফিরে এসেছে। এমন একটি এলাকায় আবারও হাতির পাল দেখা যাচ্ছে, যেখানে বছরের পর বছর ধরে তাদের কোনো চিহ্নই ছিল না।

মন কি বাত শুনতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ৮ | অক্টোবর ১৬-৩১, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
সত্যম সিং
অনিল কুমার



১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

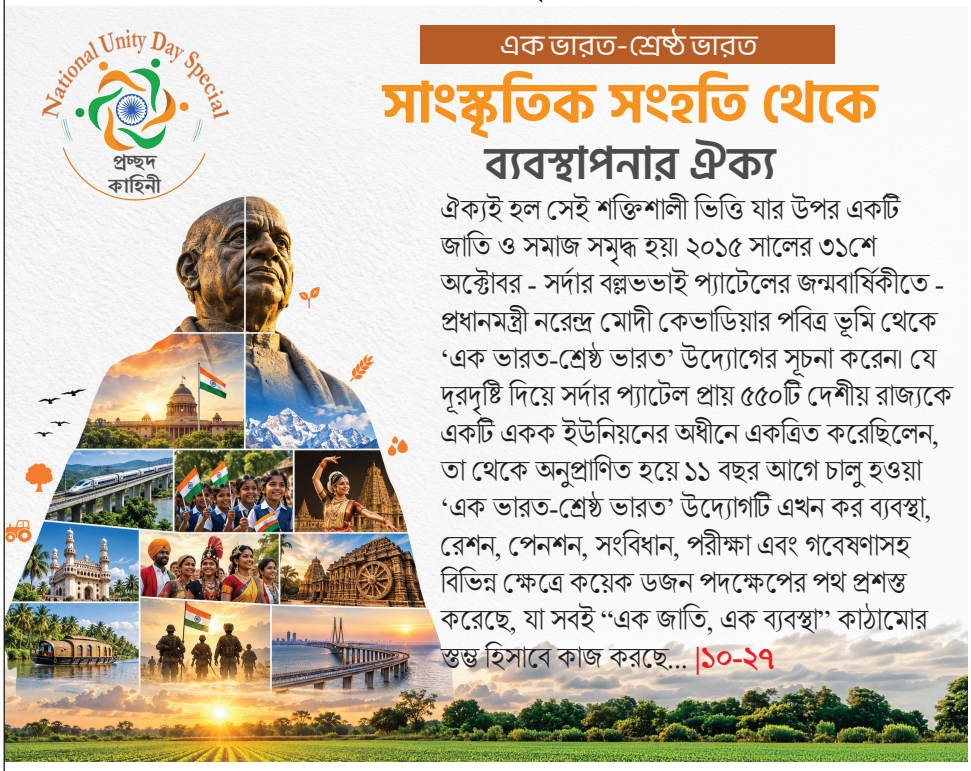
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

আর্কাইভ থেকে নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের বিভিন্ন সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়



এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত

সাংস্কৃতিক সংহতি থেকে ব্যবস্থাপনার ঐক্য

ঐক্যই হল সেই শক্তিশালী ভিত্তি যার উপর একটি জাতি ও সমাজ সমৃদ্ধ হয়। ২০১৫ সালের ৩১শে অক্টোবর - সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেভাডিয়ার পবিত্র ভূমি থেকে 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগের সূচনা করেন। যে দূরদৃষ্টি দিয়ে সর্দার প্যাটেল প্রায় ৫৫০টি দেশীয় রাজ্যকে একটি একক ইউনিয়নের অধীনে একত্রিত করেছিলেন, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১১ বছর আগে চালু হওয়া 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগটি এখন কর ব্যবস্থা, রেশন, পেনশন, সংবিধান, পরীক্ষা এবং গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েক ডজন পদক্ষেপের পথ প্রশস্ত করেছে, যা সবই "এক জাতি, এক ব্যবস্থা" কাঠামোর স্তম্ভ হিসাবে কাজ করছে... |১০-২৭

সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬

সেমিকন্ডাক্টর

উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে

আধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নে অংশীদার হতে ভারত ও বিদেশের প্রতিভাবান তরুণদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বান |৩২-৩৩



প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রবন্ধ

"শ্রী অশোক সিঙ্ঘলের ব্যক্তিত্ব ছিল দৃঢ় সংকল্প ও সারল্য এক অসাধারণ সংমিশ্রণ।"



অশোক সিঙ্ঘলের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি প্রবন্ধ ভাগ করে নিয়েছেন। |৭-৯

সংক্ষিপ্ত সংবাদ |৪-৫

ব্যক্তিত্ব: কোমারাম ভীম
সেই ব্যক্তি যিনি 'জল, জঙ্গল, জমিন' স্লোগানটি দিয়েছিলেন। |৬

রবি শস্যের এমএসপি বৃদ্ধি ; গ্রীণ এনার্জি করিডর ফেজ -৩ অনুমোদিত
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি |২৮-২৯

ভারত সরকার যুব সমাজকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছে
৫১,০০০-এর বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। |৩০-৩১

যোগাযোগ বৃদ্ধি ... আত্মনির্ভর ভারতের শক্তিশালীকরণ
'উড়ান'-এর ১০ বছর। |৩৪-৩৫

বাংলায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন
অন্নপূর্ণার অধীনে ৩,০০০ টাকার চতুর্থ কিস্তি প্রদান। |৩৬-৩৭

উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশগত সংরক্ষণ
জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণ |৩৮-৩৯

রাজধানীর যোগাযোগে নতুন গতি
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারাপুল্লা ফেজ-৩ এলিভেটেড করিডোর উদ্বোধন করলেন |৪২

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

ভারতীয় সিনেমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা



রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করলেন... |৪০-৪১



প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকীয়...

সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গী

একতার কথা বলে

‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর ১১ বছর

অনেক শুভেচ্ছা,

একটি মানচিত্র বা ভৌগোলিক সীমানাই কেবল একটি দেশের রাজনৈতিক শক্তিকে তুলে ধরে না; তা তৈরি হয় এবং প্রাণ পায় গভীর একাত্মতার বোধ থেকে। ভারতরত্ন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরেই এই চেতনাকে প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৫৫০টি দেশীয় রাজ্যকে তিনি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। সর্দার প্যাটেল বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র ইতিহাস আউড়ে যাওয়ার কোনও মানে নেই, বরং তা তৈরির প্রচেষ্টা দরকার। তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্তেও এই দর্শন ফুটে উঠেছে।

প্রখর বাস্তববোধ সম্পন্ন সর্দার প্যাটেল ছিলেন কর্মে অবিচল, মানবিক বোধে ভরপুর এবং জাতীয়তাবাদী- ‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর ধারণা ছিল তাঁর চেতনার গহনে। ‘একতা মূর্তি’ এরই প্রতীক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থেকে পাওয়া লোহা ব্যবহার করা হয়েছে এর নির্মাণে।

সর্দার প্যাটেলের ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই ২০১৫র ৩১ অক্টোবর কেভাডিয়া থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’ গড়ে তোলার ডাক দেন। গত ১১ বছর ধরে সেই লক্ষ্যে কাজ এগিয়েছে এ সংক্রান্ত নীতিকে সামনে রেখে। সমন্বিত কর প্রণালী বিভিন্ন রাজ্যের বাজারকে সংযুক্ত করেছে; সেনাকর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েক দশক ধরে দানা বেঁধে থাকা অসাম্য দূর হয়েছে ‘এক পদ-এক পেনশন’ প্রকল্পের সুবাদে; ৩৭০ ধারা রদ জম্মু-কাশ্মীর সহ সারা দেশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকারে সমতা এনেছে। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম সংক্রান্ত নির্দেশিকাতেও বিষয়টি প্রতিফলিত। নতুন শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে গুরুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তামিল, তেলুগু, সংস্কৃত, মালয়ালম, ওড়িয়া এবং কন্নড় ভাষার পাশাপাশি মারাঠি, বাংলা, অসমিয়া, পালি এবং প্রাকৃত ভাষাকেও ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রেল, সড়ক এবং ইন্টারনেট পরিষেবার দ্রুত বিস্তার গ্রাম ও শহরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছে।

প্রতিবারের মতো এবারও আমরা ৩১ অক্টোবর সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী পালন করছি। এই উদযাপন কেবলমাত্র তাঁকে স্মরণ নয়, আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার সুযোগ এনে দেয়। এই সংখ্যায় প্রচ্ছদ নিবন্ধ জাতীয় একতা দিবস নিয়ে। সেখানে ১১ বছর আগে সূচিত ‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’ কর্মধারা কীভাবে নীতিগত ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের উদ্যোগ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন কমারাম ভীমের কথা, যিনি প্রথম বলেছিলেন ‘জল, জঙ্গল, জমি’ শ্লোগান। রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে লেখা। এই সংখ্যায় উড়ান প্রকল্পে ১০ বছরের যাত্রা এবং গত এক পক্ষকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নানান কর্মসূচি নিয়েও লেখা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে রয়েছে ‘মন কি বাত’ নিয়ে লেখা। এছাড়া চতুর্থ প্রচ্ছদে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস (২১ অক্টোবর) নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আপনাদের বক্তব্য ও মতামত পাঠাতে থাকুন

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়তে বা ডাউনলোড করতে পারেন।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির ঝাঁপি





নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি খুবই কাজের

আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক। ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, নীতি এবং সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে অবহিত থাকার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি খুবই কাজের। এখানে দেশের উন্নতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজের ভূমিকা সম্পর্কেও আমার একটা ধারণা তৈরি হয়।

নিবেশ গোয়েল
goyalnivesh98@gmail.com

নতুন সংখ্যার জন্য সাগ্রহ অপেক্ষায়

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকাটি পড়তে আমি ভালোবাসি। অপেক্ষা করে থাকি পরের সংখ্যার জন্য। যখন পড়ি তখনই দেশের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও জানতে পারি। পাশাপাশি এই পত্রিকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের নানা সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ কতটা দ্রুত ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে তা বোঝা যায় এই পত্রিকা পড়লে।

shivanshchouhan397@gmail.com

আমাদের লক্ষ্যের দিকে যাত্রা সম্পর্কে জানিয়ে দেয় এই পত্রিকা

এই প্রথম নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার সব লেখাগুলি পড়লাম। এখন অপেক্ষা করছি পরের সংখ্যার জন্য। এখনে নানান ধরনের প্রয়োজনীয় খবর থাকে। তা থেকে বোঝা যায় দেশ নিজের লক্ষ্যপূরণে কীভাবে অবিরত এগিয়ে চলছে। আমার একটি পরামর্শ আছে: শিশুদের বিকাশ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি। এই বিষয়টি এই পত্রিকায় অগ্রাধিকার পাওয়া দরকার, যাতে ভবিষ্যৎ আরও সুরক্ষিত হয়ে ওঠে।

nanda.purnimaa@gmail.com

বিভিন্ন প্রকল্পের বিশদ উপস্থাপন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার প্রকাশিত হচ্ছে ৭ বছর ধরে। বহু লোকে এই পাক্ষিক পড়ে থাকেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ নানা সরকারি প্রকল্প, নতুন শিক্ষানীতি, আইনগত পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগ এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বিশদে বর্ণনা থাকে। এই পত্রিকা পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছি।

যোগেশ্বর বুয়া
buwayogesh82@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩

ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

সংবাদ সংক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা

‘মর্যাদা, সামর্থ্য এবং সমৃদ্ধি’র তিন বছর ৩০ লক্ষ কারুশিল্পী নিবন্ধিত







দেশের কারুশিল্পীদের মর্যাদা, সামর্থ্য এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ৩ বছরেই ৩০ লক্ষ কারুশিল্পী এই প্রকল্পে নিবন্ধিত ও উপকৃত হয়েছেন। ২০২৩-এর ১৭ সেপ্টেম্বর সূচনার পর এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৪.৫০ লক্ষ কর্মীকে দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় ডাক বিভাগের মাধ্যমে ১৮.১৫ লক্ষ আধুনিক টুল কিট বিতরণ করা হয়েছে।

কলকাতায় পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এমএসএমই) শিল্প মন্ত্রী জিতন রাম মানঝি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় ৬.১৮ লক্ষ কারুশিল্পীকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে সুবিধাজনক শর্তে- সুদের হার ৫%। এ বাবদ প্রদত্ত অর্থের মোট পরিমাণ ৫,২৯৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ।

‘প্রজেক্ট চিতা’-র পর এখন সূচনা হল ‘প্রজেক্ট রাইনো’-র

ভারতে গণ্ডারদের ৮০ শতাংশেরই বাস অসমে। বিশ্ব গণ্ডার দিবসে চোরা শিকারিদের রুখতে কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যের উদ্যোগকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ‘প্রজেক্ট রাইনো’-র সূচনা করেন তিনি- যার লক্ষ্য গণ্ডার সংরক্ষণের কাজ আরও জোরদার করে তোলা। দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

‘প্রজেক্ট রাইনো’-র আওতায় গণ্ডারের বসবাস রয়েছে এমন রাজ্যগুলিকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হবে। গণ্ডারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তোলা এখানে মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি গণ্ডারদের সংখ্যার ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গাতে থাকা গণ্ডারগুলির যথাবিহিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের দুধওয়া-র অরণ্যে ফের গণ্ডার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও সফল হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে বণ্যপ্রাণীদের সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের ধারাবাহিক সমর্থন রয়েছে।



ভারতে দক্ষতার বিকাশ ভিন দেশে কাজের জন্য

ভারত সরকার শুধু দেশের ভিতরেই কাজের সুযোগ বাড়াচ্ছে না, ভিন দেশেও কাজে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দক্ষতা বিকাশ এবং ঔদ্যোগিকতা মন্ত্রক কাজের দুনিয়ার চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের তৈরি করতে ২০টি দেশের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে।

২০২৬-এর মে মাসে নীতি আয়োগের তথ্য অনুযায়ী প্রবাসী ভারতীয় কর্মীদের সংখ্যা ১.৮৫ কোটি। দক্ষতায়নের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, কাতার, সিঙ্গাপুর এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী-এই ৮টি দেশের সঙ্গে বিশেষ চুক্তি করেছে দক্ষতা ও ঔদ্যোগী বিকাশ মন্ত্রক। অন্যদিকে বিদেশ মন্ত্রক অভিবাসন এবং কর্মীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে ২২টি চুক্তি করেছে এবং তার মধ্যে দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।



৩ কোটি যুবা 'মাই ভারত'-এ যুক্ত-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দৃঢ় অঙ্গীকার

৩ কোটি -এরও বেশি যুবা 'MY Bharat' (https://mybharat.gov.in/)-এ-এ) যোগদান করেছেন, যা তিন বছরেরও কম সময়ে যুবাদের অংশগ্রহণের অন্যতম বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই সাফল্য নেতৃত্ব, বাস্তবমুখী শিক্ষা, স্বেচ্ছাসেবা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং দেশ গঠনে তরুণদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণেরই ফল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর 'MY Bharat' চালু করেছিলেন। 'MY Bharat'-এর মাধ্যমে 'বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৭'-এর মতো নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যা তরুণদের নিজেদের ধারণা, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিচ্ছে।



ভারতীয় বিদ্যুতে আলোকিত নেপাল

'প্রতিবেশী প্রথম' (Neighbourhood First) নীতির অংশ হিসেবে, ভারত এখন নেপালকে প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টা (রাত ১২:০০ টা থেকে বিকেল ৬:০০ টা পর্যন্ত) বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। এই সিদ্ধান্ত ভারত ও নেপালের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি সহযোগিতাকে আরও জোরদার করবে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রক ১৩ সেপ্টেম্বর নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যুৎ রফতানি শুরু করেছে, যা ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ও সময়সীমা নির্ধারণ করতে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সম্প্রতি বিধ্বংসী বন্যার পর নেপালের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়।

মোজাফফরপুর-ধালকেবার ৪০০ কেভি ডিসি (DC) লাইনের মাধ্যমে ৬০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত এবং তানাকপুর-মহেন্দ্রনগর ১৩২ কেভি এস/সি (S/C) লাইনের মাধ্যমে ৫৪ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।



ভারতে এই প্রথম মাটির কার্বনের (Soil Carbon) জন্য অর্থ পেলেন কৃষকেরা

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকেরা পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নতুন কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, যা তাঁদের অর্থনৈতিক সুবিধা এনে দিয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করার লক্ষ্যে নেওয়া এই বিশেষ উদ্যোগের আওতায় ২,৫০০-এরও বেশি কৃষক ₹৩,০০০ থেকে ₹১৫,০০০ পর্যন্ত অর্থ পেয়েছেন, যার মোট পরিমাণ প্রায় ₹২.৯ কোটি। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শুরু হওয়া এই কর্মসূচিটি এখন ৭টি রাজ্যের ১ লক্ষেরও বেশি কৃষক এবং ২ million (২০ লক্ষ) একরেরও বেশি জমিতে সম্প্রসারিত হয়েছে।

পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (লুধিয়ানা) আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদান করা হয়। কৃষকেরা 'Grow Indigo'-এর 'Aadi' কার্বন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই অর্থ গ্রহণ করছেন, যা ২০১৯ সালে চালু হয়েছিল। ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকেরা সরাসরি ধান বোনা (Direct Seeded Rice - DSR), কম জমিতে চাষ এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনার মতো প্রযুক্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই কর্মসূচি অনুযায়ী, এই নতুন পদ্ধতিগুলো ৪৫ billion (৪,৫০০ কোটি) লিটার জল বাঁচিয়েছে, ২,০০,০০০ টনেরও বেশি খড় বা ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধ করেছে এবং বাতাসে প্রায় ১,০০০ টন ক্ষতিকারক PM2.5 কণার নির্গমন কমিয়েছে।



কোমরম ভীম

সেই আদিবাসী যোদ্ধা যিনি "জল, জঙ্গল, জমি" স্লোগানের উদ্গাতা

কোমারাম ভীম সাহস ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন এক নির্ভীক আদিবাসী যোদ্ধা, যিনি সর্বপ্রথম 'জল, জঙ্গল, জমি' স্লোগান তুলেছিলেন। তিনি একাই হায়দ্রাবাদের নিজাম ও ব্রিটিশ শাসন উভয়ের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। গোণ্ড সম্প্রদায়ের মধ্যে কোমারাম ভীম প্রায় দেবতার মতো পূজিত হন। বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের প্রতীক ভীম লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন।



জন্ম : ২২ অক্টোবর, ১৯০১
মৃত্যু : ৮ অক্টোবর, ১৯৪০

কোমারাম ভীম সারাজীবন অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং আজও কোমারাম উপজাতি সম্প্রদায় তাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। তিনি ১৯০১ সালের ২২শে অক্টোবর, বর্তমান তেলেঙ্গানার কোমারাম ভীম জেলার অন্তর্গত সাঙ্কেপল্লি গ্রামে এক গোন্ড উপজাতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজাম এবং ব্রিটিশ উভয়ের দমনমূলক শাসনের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

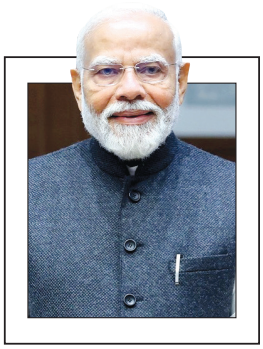
এক জমিদারের অত্যাচারের বিরোধিতা করে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়ে তিনি অবশেষে আসামের চা বাগানগুলিতে এসে পৌঁছান। সেখানে তিনি চা শ্রমিকদের দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করেন। সেখানেই তিনি তাঁর চারপাশে ঘটে চলা বিভিন্ন আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে পান। তিনি পড়তে ও লিখতে শেখেন এবং উপলব্ধি করেন যে, সংগঠিত সংগ্রামই অবিচারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। মানুষকে একত্রিত ও জাগিয়ে তোলার এক ব্রত নিয়ে আসেন।

১৯২৬ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভীম নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি জঙ্গলে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাঁর যোদ্ধাদের ধনুক, তীর, বর্শা ও ঐতিহ্যবাহী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেন — তাই নিয়েই তারা নিজামের আধুনিক ও সুসজ্জিত বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হয়েছিল। ভীম গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংঘটিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতেন। বেশ কয়েকবার, যখন সৈন্যরা কর আদায়ের জন্য গ্রামে আসত, ভীম ও তাঁর লোকেরা তাদের তাড়িয়ে দিত।

মনে করা হয় তিনি আল্লুরি সীতারাম রাজুকে দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেশ রক্ষা করতে গিয়ে, ১৯৪০ সালের ৮ই অক্টোবর - অশ্বিনী পূর্ণিমার দিনে - বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার শিকার হয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধে নিজামের সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন। ২০১৬ সালে আসিফাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে কোমারাম ভীম আসিফাবাদ জেলা রাখা হয়। সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ এবং কোমারাম ভীম জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। গোন্ড সম্প্রদায় প্রতি বছর অশ্বয়ুজা পূর্ণিমার দিনে তাঁর প্রয়াণবার্ষিকী পালন করে। এই উপলক্ষে জোড়েঘাটে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; এখানেই ১৯৪০ সালে কোমারাম ভীম মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালের ১৬ই অক্টোবর 'মন কি বাত'-এর ১২৭তম পর্বে কোমারাম ভীমকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "আমি যে মহান ব্যক্তিত্বের কথা বলছি তিনি হলেন কোমারাম ভীম। ২২শে অক্টোবর তাঁর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছিল। কোমারাম ভীম দীর্ঘজীবী হননি; তিনি মাত্র ৪০ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অগণিত মানুষের, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের হৃদয়ে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন। নিজামের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতেন, তিনি তাঁদের মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। তিনি নিজামের শাসনের এক বড় প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪০ সালে নিজামের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করে। আমি যুবকদের তাঁর সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করছি।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কোমারাম ভীম-কি... নম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। অয়ন প্রজল হৃদয়ল-লো... অপ্পটিকি নীলিচি-ভুন্তারু।" এর আক্ষরিক অর্থ হলো: "কোমারাম ভীম-এর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি; তিনি চিরকাল মানুষের হৃদয়ে থাকবেন।" ●

শ্রী অশোক সিংঘলের ব্যক্তিত্ব ছিল দৃঢ় সংকল্প ও সারল্যের এক অসাধারণ সংমিশ্রণ।



নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭শে সেপ্টেম্বর অশোক সিংঘলের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর অটল বিশ্বাস, সারল্য এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই বছরটি অশোক সিংঘলের জন্মশতবর্ষের সূচনা। এই উপলক্ষে, তিনি একটি নিবন্ধে সিংঘলের জীবন ও আদর্শ তুলে ধরে সেটি শেয়ার করার পাশাপাশি তাঁর অক্লান্ত সাংগঠনিক কাজের কথাও স্মরণ করেছেন।

বলা হয়, **"वृक्ष कबहुँ नहिं फल भखै, नदी न संचै नीर। परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर।"** এর অর্থ, গাছ তার নিজের ফল খায় না, নদী তার জল ধরে রাখে না। এরা অন্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে। আমাদের সাধু-সন্তরা বহুকাল ধরে শিখিয়েছেন, ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে চারপাশের মানুষের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবন অনেক মহত্তর অর্থ লাভ করে। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থেকে থাকেন যাঁর মধ্যে এই চেতনা প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি হলেন শ্রী অশোক সিংঘল।

২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে, আমরা এমন এক অসামান্য ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি, যিনি আধ্যাত্মিক সাধনা, সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং কয়েক দশকের নিবেদিত সাংগঠনিক কাজকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন।

এটা আমার সৌভাগ্য যে, অশোকজির সঙ্গে আলাপচারিতার এবং তাঁর স্নেহ লাভের অসংখ্য সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। প্রথম দিকের একটি ঘটনার কথা বলি। ১৯৮১ সালে আমি যখন একজন তরুণ কার্যকর্তা হিসেবে আমাকে দেওয়া সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছিলাম, তখন আমি তাঁর কাছ থেকে হাতে লেখা একটি চিঠি পাই। স্বাভাবিকভাবেই, এটি আমার জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন্ন কর্মসূচির কথা বলেছিলেন এবং কিছু করণীয় কাজ দিয়েছিলেন।

কয়েক দশক ধরে আমি তাঁকে দিনরাত কাজ করতে দেখেছি। তিনি দুর্গমতম এলাকাগুলিতে দীর্ঘ এবং প্রায়শই অতন্ত কষ্টসাধ্য ভ্রমণ করতেন। গুজরাটের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে যাওয়ার বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য আরও কী করা যায়, সেই চিন্তায় তাঁর মন সর্বদা সচল থাকত। যখনই দেশের কোনো অংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, অশোকজি হয় নিজে প্রথম সেখানে পৌঁছাতেন অথবা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য কার্যকর্তাদের পথপ্রদর্শনকারীদের মধ্যে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে

আমি এটিকে একটি সৌভাগ্য বলে মনে করি যে অশোক জির সঙ্গে আলাপচারিতার এবং তাঁর স্নেহ লাভের অসংখ্য সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

প্রধানমন্ত্রীর প্রবন্ধটি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।



প্রয়াগরাজে বেড়ে ওঠার সুবাদে অশোক-জি প্রায়শই সঙ্গমের তীরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন। নদীর প্রতি তাঁর এক স্বাভাবিক টান ছিল এবং সেখানে আসা ঋষি, সাধু ও তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তাঁর এক গভীর বন্ধন গড়ে উঠেছিল।

২০০১ সালের কচ্ছ ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল অবিস্মরণীয়।

পরোপকার ও অন্যের প্রতি এই সহানুভূতির মনোভাব অশোক জির মধ্যে খুব অল্প বয়সেই এসেছিল। তিনি এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা, শ্রী মহাবীর, একজন বিশিষ্ট প্রশাসক ছিলেন। তাঁর ভাইদের মধ্যে একজন, শ্রী বিপি সিংঘল, পুলিশ অফিসার এবং পরে সাংসদ হয়েছিলেন। আরেক ভাই, শ্রী ভিপি সিংঘল, ত্রিপুরা রাজ্য গঠনের পরপরই সেখানকার মুখ্যসচিব ছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই অশোক জি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন... ভারতের পুনরুজ্জীবন এবং মা ভারতীর সন্তানদের গৌরব বৃদ্ধি করা।

প্রয়াগরাজে অশোক জি সঙ্গমের তীরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন। নদীর পাশাপাশি সাধু, ঋষি এবং ভক্তদের মতো আগত মানুষজনও তাঁকে সমানভাবে আকর্ষণ করত। এটি ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতি তাঁর উপলব্ধিকে পুষ্ট করেছিল এবং সমাজের জন্য কিছু করার ইচ্ছাকে আরও শক্তিশালী করেছিল। অন্যের জন্য বাঁচার এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে আরএসএস-এর দিকে টেনে নিয়েছিল। তাঁর কাছে আসা প্রতিটি দায়িত্ব তিনি উৎসাহ, শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রী অশোক সিংঘল অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনকে লালন করেছিলেন। তিনি এমন এক অসাধারণ কণ্ঠস্বর এবং এমন বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন, যা সমগ্র জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারত। একইভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল সহকর্মী কার্যকর্তাদের প্রতি তাঁর যত্ন। যিনিই তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তিনিই তাঁর অসাধারণ সারল্যে বিস্মিত না হয়ে পারতেন না। সন্ত সমাজের সঙ্গে তাঁর এক গভীর বন্ধন ছিল এবং দেশের সাধু ও ঋষিদের মধ্যে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। তাঁরা তাঁর পরামর্শকে মূল্য দিতেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁর কথা শুনতেন।

আমার মনে পড়ে যায় এমন দুটি ঘটনার কথা, যা শ্রী অশোক সিংঘলের কিংবদন্তীসম ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছিল। প্রথমটি ছিল ১৯৯৩ সালে, যখন স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল।





আজ অযোধ্যায় যদি এমন বিশাল রাম মন্দির থাকে, তবে তা তাঁর মতো দিকপালদের কারণেই সম্ভব হয়েছে, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে এই প্রচেষ্টাকে সম্ভব করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।

বিদেশে এমন একটি সম্মেলন আয়োজনের দূরদৃষ্টি, পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে একত্রিত করার বিষয়টি অশোক জির সাংগঠনিক প্রতিভাকে প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ২০০০ সালের। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর পোর্ট অফ স্পেনে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কীভাবে তাঁর উপস্থিতি অন্য প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। আমার ভাষণের পর তাঁর প্রশংসাসূচক কথাগুলি আমার কাছে এক অত্যন্ত আবেগঘন অভিজ্ঞতা ছিল। আমি আরও একবার দেখেছিলাম, কীভাবে তাঁর উৎসাহ প্রত্যেক কার্যকর্তাকে অপার শক্তিতে ভরিয়ে তুলেছিল।

রাম জন্মভূমি আন্দোলনে শ্রী অশোক সিংঘলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ না করলে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯৯১ সালের বোট ক্লাব র‍্যালিতে তাঁর ভাষণ কে ভুলতে পারে? কিংবা আন্দোলনের চরম মুহূর্তে আহত ও রক্তাক্ত অশোক জির সেই স্মরণীয় ছবিটিই বা কে ভুলতে পারে? আজ অযোধ্যায় যদি এমন বিশাল রাম মন্দির থাকে, তবে তা তাঁর মতো এমন দিকপালদের কারণেই সম্ভব হয়েছে, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে এই প্রচেষ্টাকে সম্ভব করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। অযোধ্যায় রাম মন্দিরকে রূপ নিতে দেখে তিনিই হতেন সবচেয়ে সুখী মানুষ।

শ্রী অশোক সিংঘলের ভাবনা চিন্তা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল, বিশেষত সামাজিক সমন্বয় ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট বোঝা যেত।

তিনি সামাজিক ঐক্য ও সাম্য জোরদার করার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সমাজে কোনো ধরনের ভেদাভেদ থাকতে পারে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। তাঁরই ভাবনা ছিল যে অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রথম ইটটি স্থাপন করবেন বিহারের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসা ভিএইচপি-র তৃণমূল স্তরের কার্যকর্তা শ্রী কামেশ্বর চৌপাল জি। কাশীর একটি ধর্ম সংসদে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ডোম রাজাকে সম্মানিত করা হবে এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে থাকেন।

জাতি গঠনের বাইরেও, দুটি বিষয় শ্রী অশোক সিংঘলের খুব প্রিয় ছিল - শিক্ষা (বিশেষ করে বৈদিক শিক্ষা) এবং সঙ্গীত। বারাণসীর সাংসদ হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্বিত যে, আমি যে শহরের প্রতিনিধিত্ব করি, সেই চিরন্তন কাশী, শ্রী অশোক সিংঘলের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং একজন ভালো ছাত্র হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি একল বিদ্যালয় উদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, যা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করত। তিনি যেমন একজন বইপাগল পাঠক ছিলেন, তেমনই একজন ভালো শ্রোতাও ছিলেন এবং তিনি সর্বদা তরুণ কার্যকর্তাদের যতটা সম্ভব পড়তে বলতেন।

যাঁরা অশোক জি-কে কাছ থেকে চিনতেন, তাঁরা জানতেন তিনি কত ভালো গান গাইতেন! আমার মনে আছে নাগপুরের সভাগুলোর কথা, যেখানে তিনি একল গীত গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন এবং সভার আবহ তৈরি করে দিতেন। ২০১৫ সালে তাঁর ৯০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাঁর "হে মাতৃভূমি মেরি, হে পিতৃভূমি মেরি" গানটি গাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল।

তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে, আসুন আমরা নিশ্চিত করি যেন তরুণ প্রজন্ম আরও বেশি করে তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে।

National Unity Day Special

প্রচ্ছদ কাহিনী

এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত

সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা থেকে ব্যবস্থার একীকরণ পর্যন্ত



একতাই হল সেই শক্তিশালী ভিত্তি, যার উপর একটি দেশ ও সমাজ সমৃদ্ধ হয়। যখন একতা থাকে, তখন দেশের অখণ্ডতা সুরক্ষিত থাকে। একতাই হল উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের চাবিকাঠি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩১ অক্টোবর, ২০১৫ সালে - সর্দার প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীতে - কেভাডিয়ার পবিত্র ভূমি থেকে 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন। এই উদ্যোগ, প্রাথমিকভাবে যাকে ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের আদান-প্রদানকে সহজতর করার প্রচেষ্টা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল, গত এক দশকে তা শাসনব্যবস্থার প্রাণ হয়ে উঠেছে। যে দৃষ্টিভঙ্গি সর্দার প্যাটেলকে ৫৫০টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিই এখন "এক জাতি, এক ব্যবস্থা" -র মতো কয়েক ডজন উদ্যোগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে - যা কর ব্যবস্থা, রেশন বিতরণ, পেনশন, সংবিধান, পরীক্ষা এবং গবেষণা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই ৩১ অক্টোবর, জাতীয় ঐক্য দিবস উপলক্ষে দেশ দুই বছরব্যাপী সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর জাতীয় স্মরণোৎসবের সূচনা উদযাপন করছে। আসুন, আমরা দেখি, সাংস্কৃতিক ঐক্যের মধ্যে নিহিত 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' মন্ত্র কিভাবে নীতি নির্ধারণ এবং নাগরিকদের 'জীবনযাত্রাকে সহজ' করে তোলার ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন চৌরাসিয়ার পাঁচ জনের পরিবার রয়েছে। তিনি জানান যে, তাঁর পাঁচ সদস্যের জন্য একটিই রেশন কার্ড রয়েছে, যা সরাসরি একটি রেশন দোকানের সাথে যুক্ত এবং তিনি প্রতি মাসে তাঁর রেশন পান। 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক হিসেবে তিনি দেশের যে কোনও রেশন দোকান থেকে রেশন সংগ্রহ করতে পারেন; এর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আরেক সুবিধাপ্রাপক কৃষ্ণ কুমার মৌর্য বলেন যে, তাঁর পাঁচ ইউনিটের একটি কার্ড রয়েছে এবং তিনি কোনও অসুবিধা ছাড়াই প্রতি মাসে চাল ও গম পান। 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের জন্য তিনি দেশের যে কোনও প্রান্তে এই খাদ্যশস্য পেতে পারেন। এই সুবিধা প্রদানের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এই প্রকল্পটি আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয়, এটি একটি জীবনরেখা হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে। এখন, প্রতিটি রেশন কার্ডধারী দেশের যে কোনও জায়গায় যে কোনও ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে রেশন পেতে পারেন।

রাজ্য অনেক, দেশ এক
ধর্ম অনেক, লক্ষ্য এক
উপভাষা অনেক, কণ্ঠ এক
ভাষা অনেক, অভিব্যক্তি এক
রঙ অনেক, পতাকা এক
সমাজ অনেক, ভারত এক
প্রথা অনেক, সংস্কৃতি এক
জীবিকা অনেক, সংকল্প এক
পথ অনেক, গন্তব্য এক
মুখ অনেক, হাসি এক, এটাই হল সংহতির মন্ত্র, যা দেশের অনুসরণ করা উচিত এবং এগিয়ে যাওয়া উচিত।

এই পরিবর্তন 'এক দেশ-এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের মাধ্যমে আনা হয়েছিল, যা ২০১৯ সালে খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে সকল নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের পিছনের ধারণাটি মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটির মতো। যেমন ফোন নম্বর পরিবর্তন না করেই, পরিষেবা প্রদানকারী পরিবর্তন করা যায়, তেমনই সুবিধাপ্রাপকরা এখন নতুন কার্ড না নিয়েই দেশের যে কোনও জায়গা থেকে তাঁদের রেশনের কোটা পেতে পারেন। সমস্ত রেশন কার্ডকে আধারের সাথে যুক্ত করে এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানে ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল (e-PoS) মেশিন স্থাপন করে এই পোর্টেবিলিটি সম্ভব হয়েছে।

এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাঁরা জীবিকার সন্ধানে অন্য রাজ্যে চলে যান; তাঁরা এখন তাদের নিজ রাজ্যের মতোই যে কোনও রাজ্যে তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

এই প্রকল্পটি বৃন্দাবন চৌরাসিয়া এবং কৃষ্ণ কুমার মৌর্যের মতো লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক, কারিগর এবং ক্ষুদ্র শ্রমিকদের মর্যাদা এবং বিশ্বাস এনে দিয়েছে। এটি একটি বৃহত্তর চিত্রের মাত্র একটি উদাহরণ যেখানে ভারত, গত এক দশকে তার খণ্ডিত ব্যবস্থাগুলিকে একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থায় পরিণত করতে শুরু করেছে।

মহাত্মা গান্ধী বলতেন, "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার আমাদের ক্ষমতা ক্রমাগত পরীক্ষিত হবে... যে কোনও মূল্যে আমাদের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে।" গত ১২ বছরে, ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এই চেতনাকে মূর্ত করে তোলার প্রতিটি প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। তার নীতি ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, সরকার ধারাবাহিকভাবে 'এক ভারত'-এর চেতনাকে শক্তিশালী করেছে। আজ, 'এক দেশ-এক পরিচয়'(আধার), 'এক দেশ-এক কর' (জিএসটি), 'এক দেশ-এক বিদ্যুৎ গ্রিড', 'এক দেশ-এক রেশন কার্ড' এবং 'এক দেশ-এক স্বাস্থ্য বিমা'-র মতো সমন্বিত ব্যবস্থাগুলি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। দেশ এখন 'এক দেশ-এক নির্বাচন'-এর লক্ষ্যে কাজ করছে, এটি এমন একটি পদক্ষেপ, যা ভারতের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। ভারত 'এক দেশ দেওয়ানি বিধি'র দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে - অর্থাৎ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে লালকেল্লার প্রাচীর থেকে এই ঘোষণা করেছেন। এর মূলে রয়েছে সামাজিক ঐক্য সম্পর্কে সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণা। এই উদ্যোগ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য সম্পর্কিত অভিযোগ দূর করতে সাহায্য করবে এবং দেশের ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করবে।

National Unity Day Special

প্রচ্ছদ কাহিনী

একটি অনুভূতি, যা জনকল্যাণের নীতিতে পরিণত হয়েছে

কূটনীতি ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫৫০টি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে যিনি আধুনিক ভারত গঠন করেছিলেন, ৩১ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে সেই সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতীয় ঐক্য দিবস উদযাপনের সময় 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা — রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সরাসরি আদান-প্রদানকে সহজতর করা — সেই সূত্রে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা আরও শক্তিশালী করা।

> **যে কোনও সমাজের শক্তি তার ঐক্যের মধ্যে নিহিত। তাই যাঁরা একটি শক্তিশালী জাতির মঙ্গল কামনা করেন, তাঁরা এই ঐক্যের চেতনার প্রশংসা করেন এবং এর জন্য চেষ্টা চালান। তাই দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব।**
>
> *- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

শিক্ষা মন্ত্রকের নেতৃত্বে এই কর্মসূচিতে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে অন্য একটির সাথে জুড়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক সফর, ভাষা শিবির, ছাত্র-শিক্ষক বিনিময় এবং উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ তামিলনাড়ুর একজন ছাত্র পাঞ্জাবের ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, আবার আসামের একজন যুবক গুজরাটের গরবায় অংশ নিয়ে সেই অঞ্চলের সুবাসের সারমর্ম অনুভব করতে পারে। স্কুল ও কলেজে রচনা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ এবং সাংস্কৃতিক উৎসব এই উদ্যোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে, যা "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" ধারণাকে নিছক পাঠ্য বইয়ের বাক্য থেকে শিশুদের জন্য একটি বাস্তব অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। সময়ের সাথে সাথে এই উদ্যোগে আরও বেশ কয়েকটি মাত্রা যুক্ত করা হয়েছিল। সারা দেশে স্থানীয় সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পের প্রচারের জন্য 'পর্যটন পর্ব'-এর মতো প্রচেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে "মাতৃভাষা গৌরব"-এর মতো অনুষ্ঠান এবং সরকারি কর্মসূচিতে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার অন্তর্ভুক্তি - এই সমস্ত প্রচেষ্টাই এই প্রত্যয়ের মাধ্যমে চালিত হয়েছিল যে, ঐক্য একটি একক ভাষা বা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আসে না, বরং বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে আসে; অনেকটা যেমন সর্দার প্যাটেল বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রেখে তাদের এক পতাকার নীচে একত্রিত করেছিলেন।

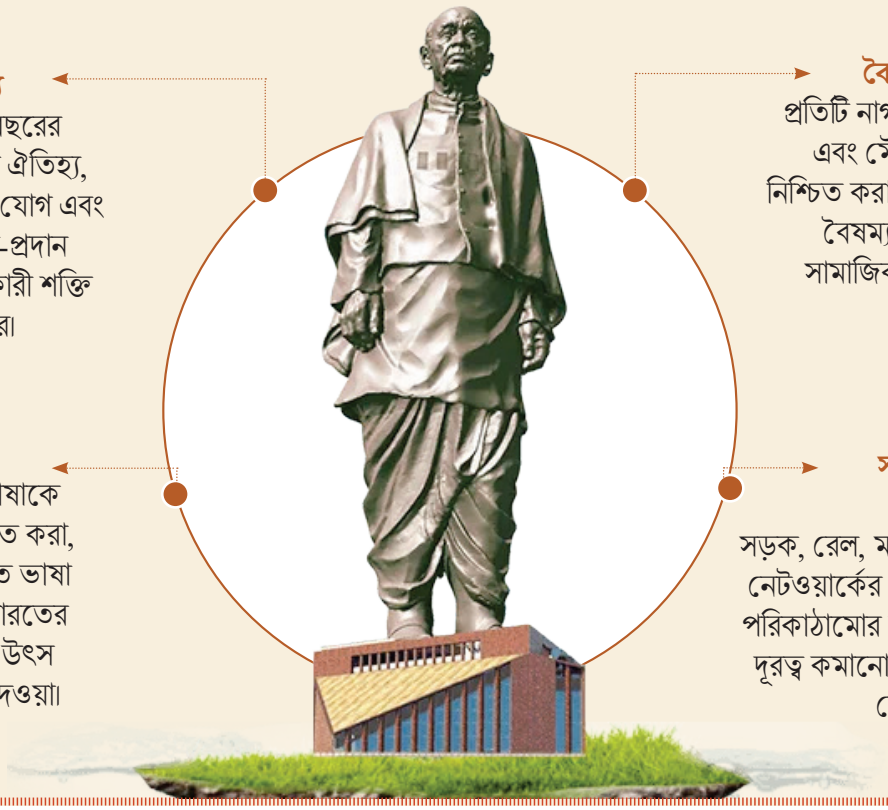
যাই হোক, একটি সাংস্কৃতিক পরীক্ষা হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর দর্শনে পরিণত হয়। এটি এই ধারণার মধ্যে নিহিত ছিল যে, যদি ভারতীয় হওয়া একটি অভিন্ন পরিচয় বোঝায়, তাহলে শাসনের মৌলিক ব্যবস্থাগুলিও প্রতিটি নাগরিকের জন্য, তাঁর রাজ্য, ভাষা বা পটভূমি নির্বিশেষে, একই রকম হওয়া উচিত। ফলস্বরূপ, পরবর্তী বছরগুলিতে এই মানসিকতা একাধিক বড় কাঠামোগত সংস্কারে রূপান্তরিত হতে শুরু করে।



ভারতের ঐক্যের **চারটি স্তম্ভ**

সাংস্কৃতিক ঐক্য
ভারতের হাজার বছরের পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তীর্থস্থান, উৎসব, যোগ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান দেশের ঐক্যবদ্ধকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ভাষাগত ঐক্য
সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সম্মান ও উৎসাহিত করা, পাশাপাশি শত শত ভাষা ও উপভাষাকে ভারতের বৈচিত্র্য ও শক্তির উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।



বৈষম্যহীন উন্নয়ন –
প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নয়ন এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং ভেদাভেদকে সামাজিক ঐক্যের পথে বাধা হিসেবে দেখা।

সংযোগের মাধ্যমে হৃদয়ের সংযোগ
সড়ক, রেল, মহাসড়ক এবং বিমান নেটওয়ার্কের পাশাপাশি ডিজিটাল পরিকাঠামোর মাধ্যমে ভৌগোলিক দূরত্ব কমানো এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

উন্নয়ন ও আস্থার ঐক্য: 'এক ভারত'-এর ভিত্তি

গত ১২ বছরে সর্দার প্যাটেলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে যেখানে সকল নাগরিক - রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে - জাতীয়তাবোধের এক অভিন্ন চেতনায় ঐক্যবদ্ধ। এটি দেশের জনগণের পক্ষ থেকে ভারতের প্রতি এবং সর্দার প্যাটেলের অসাধারণ অবদানের প্রতি কর্মের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে কাজ করছে। তাঁর দূরদর্শিতা আমাদের শিখিয়েছে যে, অসম্ভব বলে মনে হওয়া কাজও সম্পন্ন করা যায়। ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তখন সংশয়বাদীরা এর ভাঙনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল; তাদের খুব কমই আশা ছিল যে, শত শত দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে একটি একক ভারত গঠন করা সম্ভব হবে। তবুও সর্দার প্যাটেল ঠিক সেটাই অর্জন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষায়, এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ সর্দার প্যাটেল ছিলেন কর্মে বাস্তববাদী, সংকল্পে সত্যবাদী, কাজে মানবতাবাদী এবং লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী।

আজ ভাষার প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও ঐক্যের একটি শক্তিশালী বন্ধন হিসেবে কাজ করছে। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মারাঠি, বাংলা, অসমীয়া, পালি এবং প্রাকৃত ভাষাকে 'ধ্রুপদী ভাষা'র মর্যাদা দিয়েছে। ভাষার মতোই, বর্তমানে সারা দেশের সংযোগ উদ্যোগগুলিও এর ঐক্যকে শক্তিশালী করছে। আধুনিক পরিকাঠামো - রেলপথ, সড়ক, মহাসড়ক এবং ইন্টারনেট - গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছে। যখন কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বের রাজধানীগুলি রেলপথে সংযুক্ত হয়, যখন লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্রের নিচের কেবল্-এর মাধ্যমে উচ্চ-গতির ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয়, এবং যখন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ মোবাইল নেটওয়ার্কের সুবিধা পায়, তখন উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার ভয় দূর হয়ে যায়। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এখন সুশাসনের মন্ত্র হয়ে উঠেছে। এই উন্নয়ন ও আস্থার ঐক্যই 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' গঠনকে ত্বরান্বিত করে।

National Unity Day Special
প্রচ্ছদ কাহিনী

এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত

সংস্কৃতি থেকে জাতীয় সংহতি পর্যন্ত

সূচনা: ৩১ অক্টোবর ২০১৫

- জাতীয় ঐক্য দিবসে (রাষ্ট্রীয় একতা দিবস) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪০তম জন্মবার্ষিকীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল — এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের আদান-প্রদান বৃদ্ধি করা।
- সাংস্কৃতিক সফর, ভাষা শিবির, ছাত্র-শিক্ষক বিনিময়, উৎসব, ক্যুইজ এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য রাজ্যগুলিকে একে অপরের সাথে জুটি বাঁধা হয়েছিল। ধারণাটি ছিল, দেশের এক প্রান্তের নাগরিকরা যাতে মানচিত্রের মাধ্যমে নয়, বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্য প্রান্তকে জানতে পারে।
- সময়ের সাথে সাথে এই উদ্যোগটি একটি বৃহত্তর দর্শনে পরিণত হয়েছে। বৈচিত্র্য বজায় রেখে ঐক্যকে শক্তিশালী করার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবস্থার একীকরণের পথ প্রশস্ত করেছে।
- ভাষাগত ঐক্যকে উৎসাহিত করতে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা এবং ভাষার প্রচার।
- সৌরাষ্ট্র-তামিল সঙ্গমম এবং কাশী-তামিল সঙ্গমমের মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বন্ধন।

কাশী-তামিল সঙ্গমম

২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্বোধন করা কাশী-তামিল সঙ্গমম একটি সাংস্কৃতিক সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যা এখন পর্যন্ত এর চারটি সংস্করণে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এটি তামিলনাড়ু এবং কাশীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত আদান-প্রদানের একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে।

- কেটিএস ১.০ একটি নিমজ্জনমূলক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিল। কেটিএস ২.০-এ জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং থিমভিত্তিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেটিএস ৩.০ ছিল জ্ঞান-কেন্দ্রিক। কেটিএস ৪.০-এর সাথে, তামিল ভাষা শেখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

সৌরাষ্ট্র-তামিল সঙ্গমম: সৌরাষ্ট্র-তামিল সঙ্গমম ২০২৩ সালে আয়োজিত হয়েছিল। এটি গুজরাট এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে ভাগ করা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উদযাপন হিসাবে কাজ করেছিল। সৌরাষ্ট্র সম্প্রদায়ের ৩,০০০-রও বেশি তামিল এই ১০ দিনের উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল।



যুব সঙ্গম: এর ৭ম পর্যায় বর্তমানে চলছে, যা যুবকদের শিক্ষামূলক সফর করার সুযোগ প্রদান করছে।

ভাষা সঙ্গম: এই অ্যাপের উদ্দেশ্য হল, নাগরিকদের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাথে পরিচিত করা এবং তাদের সেগুলি শেখার সুযোগ প্রদান করা।

ভারতের ঐক্যকে চারটি স্তম্ভের উপর ধরে রাখা

একটি 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐক্য হল মৌলিক ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই এই ঐক্যের জন্য চারটি মূল স্তম্ভের রূপরেখা দিয়েছেন, যার উপর দেশ নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

ঐক্যের প্রথম স্তম্ভ হল সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভারতের এই সংস্কৃতিই সহস্রাব্দ ধরে শাশ্বত দেশ হিসেবে, পরিবর্তনশীল

এক দেশ, এক সময়

বিদেশি উপগ্রহ-ভিত্তিক সময়ের উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো হবে

২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে, উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর লিগ্যাল মেট্রোলজি (ভারতীয় প্রমাণ সময়) বিধি, ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই বিধিগুলি গেজেটে প্রকাশের ১৮০ দিন পর থেকে কার্যকর হবে। ভারতীয় প্রমাণ সময় সারা দেশে আইনি, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং সরকারি কাজের জন্য একক সময়ের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।

- এই 'এক দেশ, এক সময়' উদ্যোগ ভারতের সময় প্রচার পরিকাঠামোর জন্য বিদেশি উপগ্রহ-ভিত্তিক সময়ের উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সাহায্য করবে।
- একটি অভিন্ন সময়ের মানদণ্ড ব্যাঙ্কিং এবং ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য নিখুঁত সময়-স্ট্যাম্পিং সম্ভব করবে।
- এটি রেল, বিমানবন্দর, টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় সাধনে সহায়তা করবে।
- সরকারি ও আইনি নথি, সেইসাথে জরুরি এবং অন্যান্য সময়-সংবেদনশীল পরিষেবার ক্ষেত্রে সমন্বয়ও উন্নত হবে।



> **কাশী তামিল সঙ্গমম এবং সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমম উদ্যোগগুলি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্য প্রাণবন্ত মঞ্চে পরিণত হয়েছে, যা ঐতিহ্য, ভাষা এবং সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করছে, এবং একই সাথে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে উদযাপন করছে।**
>
> *- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে দেশকে রক্ষা করেছে। বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ, সাতটি পবিত্র শহর, চার ধাম, পঞ্চাশেরও বেশি শক্তিপীঠ এবং তীর্থযাত্রার ঐতিহ্য সেই প্রাণশক্তি গঠন করে, যা ভারতকে একটি প্রাণবন্ত, সচেতন দেশ হিসেবে গড়ে তুলছে। এই ঐতিহ্যকে আজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 'সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমম' এবং 'কাশী তামিল সঙ্গমম'-এর মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ভারতের মহান যোগ বিজ্ঞানও আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে নতুন স্বীকৃতি পাচ্ছে; আজ যোগ মানুষকে সংযুক্ত করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠছে।

ঐক্যের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল ভাষাগত ঐক্য। ভারতের শত শত ভাষা ও উপভাষা তার উন্মুক্ত ও সৃজনশীল মানসিকতার প্রতীক। এখানে কোনও সমাজ, কর্তৃপক্ষ বা সম্প্রদায় কখনও ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেনি, বা একটি একক ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার কোনও চেষ্টাও করেনি। এই কারণেই ভারত ভাষাগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে এত সমৃদ্ধ একটি দেশ হয়ে উঠেছে। একটি সঙ্গীত রচনার স্বতন্ত্র সুরের মতো, ভারতীয় ভাষাগুলি জাতির পরিচয়কে শক্তিশালী করেছে। এই কারণেই বর্তমান সরকার প্রতিটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করে। ভারতের কাছে বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষা, তামিল এবং সংস্কৃতের মতো জ্ঞানের ভান্ডার রয়েছে। আজ প্রতিটি ভারতীয় ভাষাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে ভারতের প্রতিটি শিশু তাদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারে। ভারতীয়রা যাতে দেশের অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেগুলি থেকে শিখতে পারে, তার জন্যও প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে ভাষাগুলি জাতির জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

ঐক্যের তৃতীয় স্তম্ভ হল বৈষম্যহীন উন্নয়ন। দারিদ্র্য ও বৈষম্য হল, সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আক্রমণকারীরা সর্বদা এই দুর্বলতাগুলিকে শোষণ করেছে। এই কারণেই সর্দার প্যাটেল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ওপর কাজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন যে, যদি ভারত

National Unity Day Special
প্রচ্ছদ কাহিনী

মূল স্তম্ভসমূহ ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর



খাদ্য উৎসব : রন্ধন ঐতিহ্য: রাজ্যগুলির মধ্যে রন্ধন সংস্কৃতির আদান-প্রদানকে সহজ করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যার ফলে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের অংশীদার রাজ্যগুলির খাবারের স্বাদ নিতে পারে এবং তাদের বিশেষ পদগুলি সম্পর্কে জানতে পারে।

সাংস্কৃতিক বিনিময়: এই থিমের অধীনে ভারতের সংস্কৃতি এবং উৎসবগুলি সম্পর্কে জানতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় - বিভিন্ন রাজ্যে কীভাবে সেগুলি উদযাপিত হয় এবং তাদের তাৎপর্য কী তা বোঝা। ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় রন্ধন-প্রণালী এবং রন্ধন প্রথাও প্রদর্শন করা হয়।

যুব উৎসব: রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলি যুব উৎসবের আয়োজন করে, যেখানে তাদের নিজস্ব এবং তাদের অংশীদার উভয় রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ ক্লাব: এই উদ্যোগের জন্য নিবেদিত ক্লাবগুলি দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে। এই ক্লাবগুলি এই প্রচারের বার্তা ছড়িয়ে দেয় এবং প্রতি মাসে ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত দিবস’ পালন করে।

শিক্ষা-সংক্রান্ত বিনিময়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর আলোচনায় অংশ নেয়। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, সেমিনার এবং ওয়েবিনারের আয়োজন, পাশাপাশি অংশীদার রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করা।

ক্রীড়া অনুষ্ঠান: এই উদ্যোগের অধীনে ক্রীড়া কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়, যেখানে যুবকদের মধ্যে দলগত মনোভাব গড়ে তোলার জন্য দলগত খেলাধুলার উপর জোর দেওয়া হয়। ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের দশ বছর আগে স্বাধীনতা লাভ করত, তাহলে সেই সময়ের মধ্যে দেশ খাদ্যশস্যের ঘাটতির সংকট থেকে মুক্ত হয়ে যেত। আজ কেন্দ্রীয় সরকার সর্দার প্যাটেলের এইসব অসম্পূর্ণ সংকল্প পূরণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গত ১২ বছরে ২৫ কোটি নাগরিককে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা হয়েছে। আজ লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ ঘর পাচ্ছেন; প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ জল পৌঁছচ্ছে; এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পর্যটন বিনিময়: এর উদ্দেশ্য হল অংশীদার রাজ্যগুলির প্রধান পর্যটনস্থল এবং আকর্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান ও বোঝাপড়া অর্জন করা। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, স্মৃতিসৌধ এবং পর্যটন স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা, ট্যুর অপারেটরদের জন্য রোড শো পরিচালনা করা এবং হোম-স্টে প্রচার করা। বই অনুবাদ: অংশীদার রাজ্যগুলির বই এবং পর্যটন ব্রোশিওরগুলি তাদের সাহিত্য এবং অন্যান্য তথ্য বোঝার সুবিধার্থে অনুবাদ করা হয়।

অংশীদার রাজ্যের ভাষা শেখা: 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর উদ্দেশ্য হল, মানুষকে অংশীদার রাজ্যগুলির ভাষার সাথে পরিচিত করানো, যাতে স্থানীয় মানুষের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। তাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষা শিখতে উৎসাহিত করা হয়।

- একই অর্থের প্রবাদ শেখানো হয়; গান অনুবাদ করা হয়; এবং প্রতিদিন একটি বাক্য ২২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ভ্রমণ ও শিবির: অংশীদার রাজ্যগুলিতে ভ্রমণ ও শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উৎসব ও উদযাপন: উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং অংশীদার রাজ্যগুলিকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।



প্রতিটি রাজ্যকে যুক্ত করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

ঐক্যের জন্য একটি নতুন উদ্যোগ

- **স্থানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিবর্তন:** জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠান, যা আগে শুধু দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেটিকে দেশের প্রধান পর্যটন গন্তব্যগুলিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে।
- **গুজরাটের কেভাডিয়ায় সূচনা:** রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে গুজরাটের কেভাডিয়ায় 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-তে এই উদ্যোগের উদ্বোধন করেন।
- **'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর বার্তা:** আধুনিক ভারতের স্থপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির স্থানে চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানো 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর চেতনাকে মূর্ত করে তোলে।
- **অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য রাজ্যগুলিকে আমন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজ্যগুলির কাছে তাদের বিশিষ্ট পর্যটন স্থানে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন; পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নির্বাচিত রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
- **পর্যটন ও জাতীয় ঐক্যকে উৎসাহিত করা:** শিল্প, সংস্কৃতি এবং পর্যটনের এই মিলন শুধু আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং পর্যটনকেই ত্বরান্বিত করবে না, বরং দেশকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

মূলত প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা আজ দেশের মিশন এবং ভিশন উভয়ই। বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত নীতিগুলি জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করছে। জাতীয় ঐক্যের চতুর্থ স্তম্ভ হল, সংযোগের মাধ্যমে হৃদয়ের সংযোগ। আজ সারা দেশে রেকর্ড গতিতে হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। বন্দে ভারতের মতো ট্রেন

National Unity Day Special

প্রচ্ছদ কাহিনী

এক দেশ, এক কর

আর্থিক একীকরণের এক নতুন যুগ

এক দেশ, এক কর - জিএসটি

সূচনা: ১ জুলাই, ২০১৭



- পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) ৩০টি কর এবং উপকরকে একটি একক কর ব্যবস্থায় একত্রিত করেছে।
- এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের কর সীমানা থেকে উদ্ভূত জটিলতা হ্রাস করা এবং ভারতকে একটি ঐক্যবদ্ধ বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়া। এটি রাজ্যগুলিতে বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর সম্পর্কে বোঝাপড়া সহজ করেছে।
- জিএসটি কাউন্সিল, যা কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে, এই ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।
- 'জিএসটি ২.০'-এর অধীনে – সংস্কারের পরবর্তী প্রজন্ম – করের হার প্রাথমিকভাবে ৫% এবং ১৮% স্ল্যাবে সংশোধিত করা হয়েছে।
- করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি

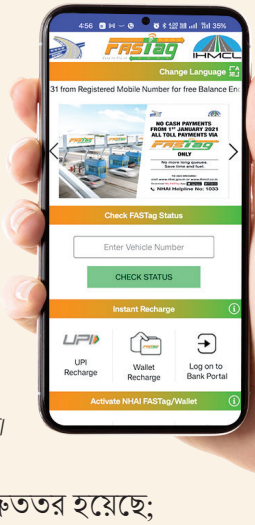
২০২৬ ১.৬৫ কোটি

২০১৭ ৬৬.৫ লক্ষ

ঐক্যের সুতো:

নয় বছর ধরে জিএসটি ভারতের 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' (ওয়ান ইন্ডিয়া - গ্রেট ইন্ডিয়া)-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করেছে। এটি ১৭টি ভিন্ন কর এবং ১৩টি উপকরকে একটি সাধারণ কাঠামোর মধ্যে একীভূত করেছে।

এক দেশ, এক ফাস্ট্যাগ

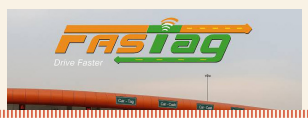


সূচনা: ২০১৯ সালে টোল আদায়কে ইলেকট্রনিকভাবে একত্রিত করার জন্য শুরু করা হয়েছিল; ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় সড়কের সমস্ত টোল প্লাজার লেনগুলিকে ফাস্ট্যাগ লেন হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল।

- দেশের মহাসড়ক জুড়ে ভ্রমণ নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুততর হয়েছে; টোল প্লাজায় লাইন কমেছে এবং জ্বালানি সাশ্রয় হয়েছে।
- ব্যক্তিগত গাড়ি, জিপ এবং ভ্যানের জন্য একটি বার্ষিক পাস সুবিধা ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ৩,০৭৫ টাকা খরচে চালু করা হয়েছিল। এই পাসটি এক বছরের জন্য বা ২০০ বার টোল প্লাজা অতিক্রম করার জন্য বৈধ।
- এখন 'ওয়ানট্যাগ' চালু করা হয়েছে, যা ফাস্ট্যাগের বহনযোগ্যতা প্রদান করে। এটি ব্যবহারকারীদের গাড়িতে লাগানো ফাস্ট্যাগটি রেখেই ইস্যুকারী পরিবর্তন করতে দেয়, যা ফাস্ট্যাগ ব্যবহারকারীদের আরও বেশি সুবিধা এবং পছন্দ প্রদান করে।

৯৮%-

এর বেশি গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রায় ১৩ কোটি ব্যবহারকারী নিয়ে ফাস্ট্যাগ দেশের ইলেকট্রনিক টোল সংগ্রহ ব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে।



ঐক্যের সুতো:

ঐক্যের সুতো: একটি মাত্র ফাস্ট্যাগ ব্যবহার করে আপনি সারা দেশে টোল দিতে পারবেন। এটি অনেক জায়গায় পার্কিং-এর টাকা দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা করে টোল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দূর হয়েছে, যা চার্জের ক্ষেত্রে অভিন্ন ব্যবহার নিশ্চিত করে।

এবং নমো ভারত ভারতীয় রেলওয়েতে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনছে। এমনকি ছোট শহরগুলিও এখন বিমানবন্দরের মাধ্যমে সংযুক্ত হচ্ছে। এই আধুনিক পরিকাঠামো ভারত সম্পর্কে বিশ্বের ধারণা সম্পূর্ণভাবে বদলে দিচ্ছে। এটি সারা দেশে - উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। মানুষে-মানুষে সংযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এক নতুন যুগ জাতীয় ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করছে।

> **ঐক্যের অভাব যেখানে নতুন সঙ্কটের জন্ম দেয়, সেখানে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। 'সবকা প্রয়াস' (সম্মিলিত প্রচেষ্টা)-এর যে ধারণা স্বাধীন ভারত গঠনের সময় প্রাসঙ্গিক ছিল — তা স্বাধীনতার এই 'অমৃত কালে' আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।**
>
> *- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*



গত ১২ বছরে ভারত যে ডিজিটাল বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছে, তা এই ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করেছে।

যখন দেশ এক সুরে ব্যবসার ভাষায় কথা বলল

পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) এই রূপান্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল আলোচিত উদাহরণ। কয়েক দশক ধরে ভারতে একটি খণ্ডিত কর ব্যবস্থা ছিল, যেখানে প্রতিটি রাজ্য নিজস্ব নিয়মে চলত। রাজ্যের সীমানা পার হওয়া ট্রাকগুলিকে চেক-পোস্টে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হত, বিভিন্ন করের হার এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছিল সাধারণ ঘটনা। একই পণ্যের দাম রাজ্যের সীমানা পেরোলেই বদলে যেত এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা হিসাব রাখতে হত। ছোট দোকানদার থেকে শুরু করে বড় শিল্পপতি পর্যন্ত সবাই এই জটিল ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করত।

এই পুরো চিত্রটাই বদলে গেল ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখে, সংবিধানের ১০১তম সংশোধনীর পর। "এক দেশ, এক কর"-এর ভাবনার অধীনে বাস্তবায়িত জিএসটি আবগারি শুল্ক, পরিষেবা কর, ভ্যাট এবং অকট্রয়ের মতো কয়েক ডজন পরোক্ষ করকে একীভূত করে একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থায় নিয়ে আসে। এখন একটি মাত্র জিএসটি নম্বর, একটি ঐক্যবদ্ধ অনলাইন রিটার্ন প্রক্রিয়া এবং একটি মানসম্মত কর ব্যবস্থা নিয়ে ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে দেশের যে কোনও প্রান্তে পণ্য পরিবহন করতে পারেন। এটি কেবল ব্যবসা করাকে সহজ করেনি, বরং ভারতকে একটি সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ বাজারে পরিণত করেছে। জিএসটি কাউন্সিল, যা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, এই রূপান্তরকে "সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রীয়তার" এক উজ্জ্বল উদাহরণে পরিণত করেছে, এখানে সমস্ত রাজ্যের কণ্ঠস্বর একটি একক প্ল্যাটফর্মে শোনা হয় এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত, করের হার থেকে শুরু করে ছাড় পর্যন্ত, পারস্পরিক ঐকমত্যের মাধ্যমে নেওয়া হয়।

পেনশন বৈষম্য দূরীকরণ: একটি অভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

কয়েক দশক ধরে, দেশের প্রাক্তন সেনারা একটি নির্দিষ্ট দাবির জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন: "ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন" (ওআরওপি) অর্থাৎ একই পদ এবং একই মেয়াদের চাকরির জন্য সমান পেনশন। আগে একজন সৈনিক যিনি আগে অবসর নিয়েছিলেন তিনি একই পদে কয়েক বছর পরে অবসর নেওয়া সৈনিকের চেয়ে কম পেনশন পেতেন, যদিও উভয়েই একই পরিষেবা দিয়ে থাকেন এবং দেশের সীমান্ত রক্ষায় সমান ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এই বৈষম্য কয়েক দশক ধরে প্রাক্তন সেনাদের কাছে গভীর ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা অনেক বড় আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। ২০১৪ সালের আগে প্রাক্তন সেনারা এমনকি পদক ফিরিয়ে দেওয়ার মতো প্রতিবাদও করেছিলেন। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নতুন সরকার যখন ক্ষমতায়

National Unity Day Special
প্রচ্ছদ কাহিনী

সামাজিক কল্যাণ
একটি সু-সমন্বিত সুরক্ষা কবচ

এক দেশ, এক রেশন কার্ড

শুরু: ২০১৯

৮১ কোটিরও বেশি সুবিধাভোগীকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে।

- পরিযায়ী শ্রমিক এবং নিজের বাড়ির এলাকার বাইরে কর্মরত সুবিধাভোগীদের রেশন সুবিধার জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- সুবিধাভোগীরা এখন নতুন করে রেশন কার্ড না করিয়েই দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে তাঁদের প্রাপ্য রেশন সংগ্রহ করতে পারবেন।
- আধার-সংযুক্ত পরিচয় এবং রেশনের দোকানে ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল (ePoS) মেশিনের ব্যবহার এই বহনযোগ্যতা সম্ভব করেছে।



ঐক্যের সুতো:
একজন নাগরিক যেখানেই কাজ করুক না কেন, খাদ্যের অধিকার সেখানেই তাঁর কাছে পৌঁছনো উচিত।

এক পদ, এক পেনশন (ওআরওপি)

শুরু: ২০১৫



- একই পদে থাকা এবং একই মেয়াদের চাকরি করা প্রাক্তন সেনাদের জন্য অভিন্ন পেনশন প্রদানকারী একটি ব্যবস্থা।
- উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সময়ে অবসর নেওয়া একই পদের সৈনিকদের মধ্যে পেনশনের বৈষম্য দূর করা।
- ২৫ লক্ষেরও বেশি প্রাক্তন সেনা ও তাঁদের পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

ঐক্যের সুতো: পেনশন ব্যবস্থায় সমতার অনুভূতি এবং দেশের সেবায় নিয়োজিত সৈনিকদের প্রতি সম্মান।

ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
‘এক দেশ, এক স্বাস্থ্য বিমা’ (আয়ুষ্মান ভারত)

সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল এবং বঞ্চিত ৪০% পরিবারকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে ভর্তির জন্য পরিবার পিছু প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় আনা হয়।

- ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে ১২ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত...

৪৮.৫৭ কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।



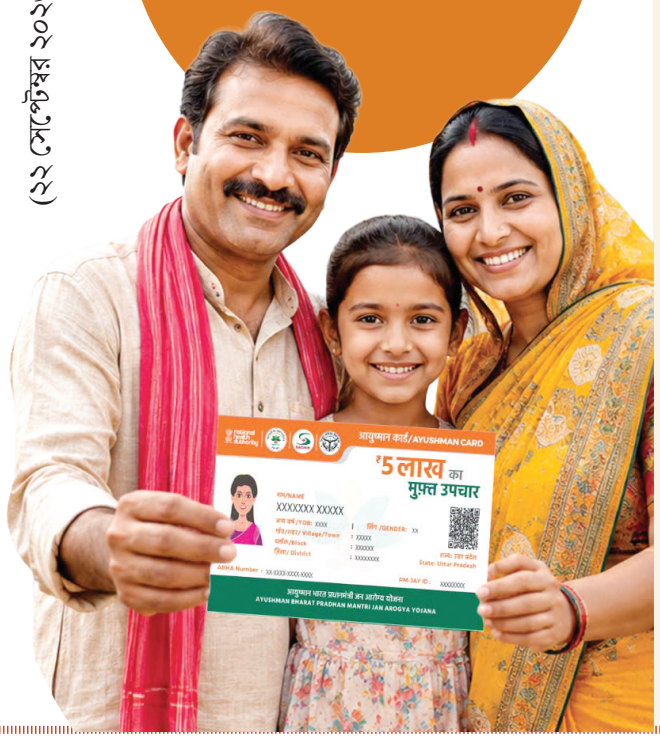
আসে, তখন দীর্ঘদিনের এই দাবি মেনে নিতে সম্মত হয় এবং ২০১৫ সালে ‘এক পদ, এক পেনশন’ প্রকল্পটি কার্যকর করে। উদ্দেশ্য ছিল এটা নিশ্চিত করা যে, একই পদে থাকা এবং একই মেয়াদের চাকরি করা সমস্ত প্রাক্তন সেনা, তাঁরা যে বছরই অবসর নিন না কেন, সমান পেনশন পাবেন। একজন সুবেদার ১৯৮৫ সাল বা ২০১০ সাল, যে বছরই চাকরি ছেড়ে থাকুন না কেন, তাঁদের পেনশন এখন একই স্কেলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এই বৈষম্য — যা দীর্ঘদিন ধরে সামরিক পরিবারগুলির

১৩ কোটিরও বেশি সুবিধাভোগীর হাসপাতালে ভর্তি এবং সুবিধাভোগীদের ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হয়েছে।

- বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ২৯.০৫ লক্ষেরও বেশি রোগীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার মোট পরিমাণ ৮,৮০০ কোটি টাকারও বেশি।
- আয়ুষ্মান ভারত বয় বন্দনা যোজনার অধীনে ১.২০ কোটি প্রবীণ নাগরিক নথিভুক্ত হয়েছেন।

ঐক্যের সুতো:
একটি সুস্থ ভারতই একটি বিকশিত ভারতের ভিত্তি। এটি অর্জনের জন্য দেশের সমস্ত নাগরিকের সমান স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার সুযোগ থাকতে হবে।

(২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)





এক দেশ, এক স্বাস্থ্য রেকর্ড

'আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন' (এবিডিএম)-এর অধীনে 'এক নাগরিক, এক ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড' লক্ষ্যের দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (এনএইচএ)। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ, কাগজহীন এবং সমন্বিত ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড তৈরি করা।

প্রধান সাফল্য এবং পরিসংখ্যান...

ABHA আইডি তৈরি: প্রতিটি নাগরিককে একটি অনন্য ১৪-সংখ্যার পরিচয় প্রদানের জন্য ৯৬ কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট (এবিএইচএ) তৈরি করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড লিঙ্কেজ: ১১০ কোটিরও বেশি স্বাস্থ্য রেকর্ড (যেমন ল্যাব রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন, টিকাকরণের বিবরণ, হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সারাংশ ইত্যাদি) এবিএইচএ অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে।

সম্মতি-ভিত্তিক শেয়ারিং: এটি রোগীদের তাদের নিজস্ব সম্মতিতে দেশের যে কোনও জায়গায় ডাক্তারদের সাথে তাঁদের অতীতের স্বাস্থ্য রেকর্ড শেয়ার করতে সক্ষম করে, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার প্রয়োজন এবং কাগজের ফাইল রাখার ঝামেলা দূর করে।

ঐক্যের সুতো:
দেশের যে কোনও জায়গায় চিকিৎসা নিন এবং আপনার স্বাস্থ্য রেকর্ড ডিজিটালভাবে উপলব্ধ থাকবে। মাত্র এক ক্লিকেই স্বাস্থ্য রেকর্ড পাওয়া যাবে।

মধ্যে একটি আলোচনার বিষয় ছিল — অবশেষে তার সমাধান করা হয়। এই নতুন সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে, দেশ একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছে: তাদের পরিষেবা আর ভিন্ন মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হবে না।

এক দেশ, এক আইন, এক সংবিধান
এই সু-সংহতকরণের যাত্রায় সবচেয়ে ঐতিহাসিক অধ্যায়টি লেখা হয়েছিল ৫ আগস্ট, ২০১৯-এ। কয়েক দশক ধরে ৩৭০ ধারার অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরের একটি বিশেষ সাংবিধানিক

National Unity Day Special

প্রচ্ছদ কাহিনী

শিক্ষা-পরীক্ষা-নিয়োগ

যুব সম্ভাবনার সম্মিলিত শক্তি





এক দেশ, এক পরীক্ষা (এনটিএ)

সূচনা: ২০১৭ সালে শুরু; ২০২৬ সালে পরিবর্তনের পরিকল্পনা

- ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র প্রতিষ্ঠা একটি সমন্বিত, প্রযুক্তি-চালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার পথ প্রশস্ত করেছে।
- নিট মেডিকেল ভর্তির জন্য একক জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- কেন্দ্রীয় সরকার এনটিএ-পরিচালিত পরীক্ষা সহ সরকারি পরীক্ষার নিরাপদ ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থার সুপারিশ করার জন্য নন্দন নিলেকানির সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-স্তরের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। টাস্ক ফোর্স সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছে।

পথনির্দেশক নীতি:

একজন শিক্ষার্থীর সুযোগ একটি জাতীয় পরীক্ষা প্ল্যাটফর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যা তাঁদের রাজ্য বা শিক্ষা বোর্ডের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবে।

এক দেশ, এক নিয়োগ

আগস্ট ২০২০-তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত - ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি (এনআরএ)-র প্রতিষ্ঠা - "এক দেশ, এক নিয়োগ" দৃষ্টিভঙ্গির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

- ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি গঠন: কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ, মন্ত্রক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নন-গেজেটেড পদগুলির (গ্রুপ বি এবং সি) প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে এনআরএ তৈরির অনুমোদন দিয়েছে।
- প্রধান নিয়োগ সংস্থাগুলির একীকরণ: প্রাথমিক পর্যায়ে কমন এলিজিবিলিটি টেস্ট (সিইটি) তিনটি প্রধান নিয়োগ সংস্থার প্রাথমিক পরীক্ষার স্থান নিয়েছে: স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি), রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আরআরবি) এবং ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)।

এক দেশ, এক সাবস্ক্রিপশন (ওএনওএস)

সম্প্রতি চালু হওয়া উদ্যোগ

- একটি ব্যবস্থা, যা দেশজুড়ে সরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষকদের একটি জাতীয় সাবস্ক্রিপশন মডেলের মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- এই প্রকল্পের জন্য তিন বছরে ৬,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।



পথনির্দেশক নীতি:

জ্ঞানের প্রবেশাধিকার কোনও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য বা ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

মর্যাদা ছিল; ফলস্বরূপ, ভারতীয় সংবিধানের অনেক বিধান সেখানে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য ছিল না এবং সেখানকার বাসিন্দারা দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের জন্য উপলব্ধ কিছু অধিকার ভোগ করতেন না। অধিকন্তু, অন্যান্য রাজ্যের নাগরিকদের সেখানে একই সম্পত্তির অধিকার ছিল না, যা দেশের অন্যান্য জায়গায় মানদণ্ড হিসেবে ছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতীয় সংসদে

সাংবিধানিক ব্যবস্থা

শাসন ব্যবস্থার একীকরণ

এক দেশ, এক সংবিধান

৩৭০ ধারা থেকে মুক্তি

নির্ণায়ক পরিবর্তন: ৫ আগস্ট, ২০১৯



- ‘এক দেশ, এক সংবিধান’ ধারণাটি জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের পর একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে।
- জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়েছে, যা কেন্দ্রীয় আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কাঠামো পরিবর্তন করেছে।

ঐক্যের সূত্র:

‘এক দেশ, এক আইন, এক সংবিধান’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। নাগরিক অধিকার এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

এক দেশ, এক নির্বাচন

- একসাথে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন আয়োজনের ভাবনা।
- প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গঠিত হয়।
- কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক সংশোধনী বিলটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে লোকসভায় উত্থাপিত হয়।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থা

বর্তমান অবস্থা: এটি এখনও আইনে পরিণত হয়নি; বিলটি একটি যৌথ সংসদীয় কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে।

ঐক্যের সূত্র:

নির্বাচনী চক্রকে সমন্বিত করার একটি প্রস্তাব, যাতে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য হল, নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা এবং ঘন ঘন আদর্শ আচরণবিধি আরোপের কারণে উন্নয়নমূলক কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা।

এক দেশ, এক দেওয়ানি বিধি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাল কেল্লার প্রাকার থেকে বলেছিলেন যে, আমরা বর্তমানে যে দেওয়ানি বিধির অধীনে বাস করছি, তা সত্যিই বৈষম্যমূলক।

- সংবিধানের চেতনা এবং সুপ্রিম কোর্টও এই পদক্ষেপের পক্ষে। সংবিধান প্রণেতাদের কল্পিত স্বপ্ন পূরণ করা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব।
- এই গুরুতর বিষয়ে একটি ব্যাপক জাতীয় আলোচনা হওয়া উচিত। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি জরুরিভাবে প্রয়োজন; আমাদের এর বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

ঐক্যের সূত্র: একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য থেকে মুক্ত করবে এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি রয়েছে, তা দূর করবে। ঐক্যের চেতনা এবং ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর ভাবনা আরও শক্তিশালী হবে।

৫ আগস্ট, ২০১৯-এ ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হয়, যার ফলে “এক দেশ, এক আইন, এক সংবিধান”-এর মূল চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তীতে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছে। স্বাধীনতার সাত দশক পর “এক দেশ, এক সংবিধান”-এর জন্য দেশের সংকল্প পূর্ণ হল — এটি ছিল কৃতজ্ঞ দেশের পক্ষ থেকে সরদার প্যাটেলকে দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। ৭০ বছর ধরে বাবা সাহেব আম্বেডকরের সংবিধান গোটা দেশে পুরোপুরি

National Unity Day Special
প্রচ্ছদ কাহিনী

সড়ক, রেল এবং ইন্টারনেট

দূরত্ব কমানো থেকে যোগাযোগ সক্ষম করা পর্যন্ত



এক দেশ, এক পরিচয় - আধার

- এটি বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থা, যা বায়োমেট্রিক এবং জনসংখ্যাগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল পরিচয় প্রদান করে।
- UPI, DigiLocker, UMANG App এবং e-Sign সহ অসংখ্য জাতীয় পরিষেবা এই ডিজিটাল পরিচয়ের সাথে যুক্ত।

১৪৪ **কোটিরও বেশি আধার (এক দেশ, এক পরিচয়) নম্বর প্রদান করা হয়েছে।**

এক দেশ - এক গ্যাস গ্রিড

- ‘এক দেশ - এক গ্যাস গ্রিড’-এর উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি পরিবারে এলপিজি এবং যানবাহনের জন্য সিএনজি-র নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করা।
- ২০১৪-এর আগের ২৭ বছরে মাত্র ১৫,০০০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন বসানো হয়েছিল।
- সারা দেশে প্রায় ৩৪,২৩৩ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানোর জন্য সংস্থাগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২৫,৪২৯ কিলোমিটার পাইপলাইন চালু করা হয়েছে।
- গ্যাসের সহজলভ্যতা এবং সংযোগ বৃদ্ধির ফলে বেশ কয়েকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কেরোসিন-মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে।



এক দেশ, এক পাওয়ার গ্রিড

- ‘এক দেশ, এক বিদ্যুৎ গ্রিড, এক ফ্রিকোয়েন্সি’ মিশনটি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেহ-লাদাখের একীকরণের সাথে সম্পন্ন হয়েছিল।
- এটি একটি একক ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিচালিত বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যুৎ গ্রিড। প্রায় ১.৭০ লক্ষ সার্কিট-কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইন যুক্ত করা হয়েছে।

১.১২ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ স্থানান্তর ক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে।

দেশের প্রতিটি প্রান্তে পর্যাপ্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে, এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালনজনিত ক্ষতি হ্রাস করা হয়েছে।

এক দেশ, এক মবিলিটি কার্ড

সারা দেশে মেট্রো সিস্টেম, বাস, ক্যাব, মনোরেল এবং সমস্ত শহুরে রেলওয়ে নেটওয়ার্কে ব্যবহারের জন্য ন্যাশনাল কমন মবিলিটি কার্ড (এনসিএমসি) চালু করা হচ্ছে।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবহন গতিশীলতার জন্য ‘এক দেশ, এক কার্ড’ উদ্যোগ চালু করেছিলেন। ন্যাশনাল কমন মবিলিটি কার্ডের উপর ভিত্তি করে দেশীয় স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ ব্যবস্থা ভারতে এই ধরনের প্রথম ব্যবস্থা।
- গ্রাহকরা মেট্রো, বাস, শহরতলির রেল, টোল, পার্কিং, স্মার্ট সিটি পরিষেবা এবং খুচরা কেনাকাটা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানের জন্য এই একক কার্ডটি ব্যবহার করতে পারেন।

কার্যকর করা হয়নি। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে প্রথমবারের মতো কোনওরকম বৈষম্য ছাড়াই ভোট হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর এই প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরের একজন মুখ্যমন্ত্রী ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এখন দেশের প্রতিটি অংশ একই সংবিধান, একই আইনি কাঠামো

যোগাযোগের জন্য রেল, সড়ক, হাইওয়ে এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্ক

সড়ক এবং মহাসড়ক

ভারতের সড়ক নেটওয়ার্ক, যার বিস্তৃতি

৬৩.৭৩ লক্ষ কিমি, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম।

জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য

২০১৩-১৪ **৯১,২৮৭** কিমি

মার্চ ২০২৬ **১,৪৬,৫৭২** কিমি

প্রায় ৬১% বৃদ্ধি।



রেল পরিষেবা

- ভারতীয় রেল ২০২৬ সালের আগস্টে ৬৭.২৭ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে।
- ভারতের মোট ব্রড-গেজ রেল নেটওয়ার্কের ৯৯.৬ শতাংশ বিদ্যুতায়িত।
- মুম্বই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল করিডর ৫০৮ কিমি দীর্ঘ এবং ৩৫০ কিমি প্রতি ঘন্টা গতি উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।
- দেশের প্রথম দেশীয় হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ট্রেন ২০২৬ সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়। প্রকল্পটি শীঘ্রই সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

ডিজিটাল সংযোগ

- দেশে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে ১০৯.২ কোটির বেশি হয়েছে। ওয়্যারলেস ডেটার দাম কমে প্রতি জিবি ৭.৫১ টাকা হয়েছে।
- ভারতনেট প্রকল্প: দেশের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের অধীনে ২.২১ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিষেবা-প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ফাইবার এবং ৫জি নেটওয়ার্ক: সারা দেশে প্রায় ৭ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন করা হয়েছে, এবং ৯৯.৯% জেলায় ৫জি পরিষেবা উপলব্ধ।



ঐক্যের সুতো:

দেশের যেখানেই কেউ বাস করুক না কেন, মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে এবং হাই-স্পিড ট্রেন এখন অঞ্চল এবং সংস্কৃতির মধ্যে ভ্রমণকে সহজ করে তুলেছে। একইভাবে ডিজিটাল সংযোগ দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে; এমনকি গ্রামগুলিও এখন ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত।

১৬২টি বন্দে ভারত, ২টি বন্দে ভারত স্লিপার এবং ৭২টি অমৃত ভারত পরিষেবার মাধ্যমে যোগাযোগ এবং ভ্রমণের সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।



এবং নাগরিকদের জন্য সমান অধিকারের অংশীদার।

অধিকন্তু গত ১২ বছরে, ভারত জাতীয় ঐক্যের পক্ষে বিপদ সৃষ্টিকারী অসংখ্য সমস্যার সমাধান করেছে। আজ, এর পেছনের সন্ত্রাসবাদের মূল চক্রান্তকারীরা জানে যে, তারা ভারতের ক্ষতি করলে, দেশ তাদের রেহাই দেবে না। উত্তর-পূর্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অনেক বাধা ছিল; তবুও আলোচনা, উন্নয়ন এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন নেভানো গেছে।

National Unity Day Special
প্রচ্ছদ কাহিনী

কৃষক ক্ষমতায়ন

গ্রাম ও কৃষকদের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা

এক দেশ, এক সার

'ভারত' ব্র্যান্ডের সাথে এক নতুন সূচনা

১৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় জন উর্বরক পরিযোজনা (ইন্ডিয়ান পিপলস ফার্টিলাইজার স্কিম)-র অধীনে 'ভারত' ইউরিয়ার বস্তা চালু করেন - এটি 'এক দেশ, এক সার' থিমযুক্ত একটি উদ্যোগ।

- এখন সারা দেশে বিক্রি হওয়া ইউরিয়া একই নাম, গুণমানের মান এবং ব্র্যান্ড ভাগ করবে: 'ভারত'।



এক দেশ, এক কৃষি বাজার

জাতীয় কৃষি বাজার বা eNAM, ২০১৬ সালের এপ্রিলে চালু করা হয়েছিল। eNAM-এর মাধ্যমে, 'এক দেশ, এক কৃষি বাজার'-এর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এগিয়ে চলেছে দেশ।

- eNAM পোর্টালে ১.৮০ কোটিরও বেশি কৃষক এবং ২.৭৩ লক্ষ ব্যবসায়ী নিবন্ধিত আছেন।
- ২৩টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১,৬৫৬টি মান্ডিকে (কৃষি বাজার) eNAM প্ল্যাটফর্মের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

কৃষিপণ্য উৎপাদন

৪.৮৪

লক্ষ কোটি টাকার বেশি, প্রায় ২০৫ লক্ষ মেট্রিক টন eNAM-এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যবসা করা হয়েছে।



বোড়ো চুক্তি আসামে ৫০ বছরের পুরনো বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে। ব্রু-রিয়াং চুক্তির ফলে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ কয়েক দশক পর তাঁদের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। ত্রিপুরার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সাথে চুক্তি দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার অবসান ঘটিয়েছে। এছাড়া, আসাম ও মেঘালয়ের মধ্যে সীমানা বিরোধ অনেকাংশে সমাধান করা হয়েছে। যখন ২১ শতকের ইতিহাস লেখা হবে, তখন এতে একটি সোনালী অধ্যায় থাকবে যে, কীভাবে ভারত — দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে — নকশালবাদের ভয়াবহ অভিশাপ সফলভাবে নির্মূল করেছিল। এমন একটা সময় ছিল, যখন নেপালের পশুপতি থেকে ভারতের তিরুপতি পর্যন্ত একটি 'রেড করিডর' বিস্তৃত ছিল। নকশালবাদ ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল হয়। আজ ভারত নকশালবাদ থেকে মুক্ত।

যুব সমাজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ

দেশের যে কোনও প্রান্তে জন্ম নেওয়া একটি শিশু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে; তবে কয়েক বছর আগেও এই স্বপ্ন পূরণ হওয়া অনেকাংশে নির্ভর করত ছাত্রটি কোন রাজ্য বোর্ডে পড়েছে বা কোন রাজ্যের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম সে পূরণ করতে পেরেছে, এর মতো বিষয়গুলির উপর। মেডিক্যালে ভর্তির জন্য কয়েক ডজন রাজ্য-স্তরের এবং বেসরকারি পরীক্ষা দিতে হত, যার ফলে ছাত্রদের একাধিক ফর্ম পূরণ করতে, বিভিন্ন শহরে যেতে, আলাদা আলাদা ফি দিতে এবং বিভিন্ন মূল্যায়ন মানের মোকাবিলা করতে বাধ্য হতে হত। একটি দরিদ্র পরিবারের কাছে এই পুরো প্রক্রিয়াটি একটি দুর্গম পর্বত জয় করার মতো কঠিন মনে হত।

এই জটিলতার সমাধানের জন্য ২০১৭ সালে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য একক জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা হিসেবে এটি নিটকে দায়িত্ব দিয়েছে এবং জেইই-র মতো অন্যান্য প্রধান পরীক্ষাগুলিকে কেন্দ্রীভূত, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ একজন ছাত্র বিহারের একটি সরকারি স্কুলের হোক বা দিল্লির একটি নামী বেসরকারি স্কুলের, তার মেধা নির্ধারিত হয় একই পরীক্ষা, একই প্রশ্নপত্র এবং একই মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে। ঐক্যের এই চেতনা স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে। দেশের সরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষকরা প্রায়শই আন্তর্জাতিক জার্নালের উচ্চ সাবস্ক্রিপশন খরচের কারণে সর্বশেষ গবেষণা থেকে বঞ্চিত হতেন। 'এক দেশ, এক সাবস্ক্রিপশন' (ওএনওএস) প্রকল্প এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এই রূপান্তর পুরোপুরি চ্যালেঞ্জমুক্ত ছিল না। যে কোনও বড় জাতীয় পরিবর্তনের মতোই ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং উন্নত করার চেষ্টা এখনও চলছে। তা সত্ত্বেও 'এক দেশ, এক পরীক্ষা' এবং 'এক দেশ, এক নিয়োগ'-এর মূল চেতনা নিঃসন্দেহে শিক্ষায় সমান সুযোগের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ভবিষ্যতের পথ: এক দেশ, এক নির্বাচন

সংহতির এই যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। দেশের কোনও না কোনও রাজ্যে প্রতি বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; ফলস্বরূপ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমাগত ব্যস্ত থাকে এবং আদর্শ আচরণ বিধি প্রায় সারাক্ষণই কার্যকর থাকে, এমন কিছু কারণ, যা প্রায়শই উন্নয়নমূলক কাজের গতি এবং নীতিগত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, "এক দেশ, এক নির্বাচন"-এর ধারণা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে — লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একসাথে আয়োজন করা — যাতে বারবার নির্বাচনী চক্রের কারণে প্রশাসন ও সম্পদের উপর যে বোঝা পড়ে, তা লাঘব করা যায়।

ঘন ঘন নির্বাচন শুধু সরকারি কোষাগারের উপর ভারী বোঝা চাপায় না, বরং নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রশাসনিক কর্মীদের বারবার নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োগ করতে হয়, যার ফলে উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। একসাথে নির্বাচন হলে এই চক্র ভেঙে যাবে, যার ফলে সরকারগুলি তাদের পুরো মেয়াদ জুড়ে স্থিতিশীল নীতি-নির্ধারণে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে।

এই লক্ষ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গঠন করা হয়; ব্যাপক জন-পরামর্শ এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা পর এই কমিটি সরকারের কাছে তার সুপারিশ জমা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকার ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে লোকসভায় সংবিধান (১২৯তম সংশোধন) বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধন) বিল পেশ করে। বর্তমানে এই বিলগুলি বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) কাছে রয়েছে। এই বিষয়ে সংসদে আরও আলোচনা হওয়া বাকি।

> **আজ, প্রতিটি ভারতীয় বলতে পারে: 'এক দেশ, এক সংবিধান।' আমরা সর্দার সাহেবের 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নিবেদিত। আমাদের এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা দেশের ঐক্যকে শক্তিশালী করে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।**
>
> *-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ঐক্যের বিস্তৃত পরিধি

বলা হয়: ऐक्यं बलं समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः। तस्मात् ऐक्यं प्रशंसन्ति दृढं राष्ट्र हितैषिणः॥—অর্থাৎ, যে কোনও সমাজের শক্তি তার ঐক্যের মধ্যেই নিহিত। তাই যাঁরা একটি শক্তিশালী জাতির মঙ্গল কামনা করেন, তাঁরা এই ঐক্যের চেতনার প্রশংসা করেন এবং এর জন্য চেষ্টা চালান। সুতরাং দেশের ঐক্য ও সংহতি আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। সর্দার প্যাটেল বিশ্বাস করতেন যে, ইতিহাস লিখে সময় নষ্ট করা উচিত নয়; বরং, ইতিহাস সৃষ্টির জন্য কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।

নিশ্চিতভাবেই এই মানসিকতা নিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালে 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগ চালু করেছিলেন; সে সময়, কারও কাছে এটি নিছক একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বলে মনে হয়েছিল। তবে গত এক দশকে এই চেতনা প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে — কর ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা (রেশন বিতরণ), সৈনিকদের প্রতি সম্মান, সাংবিধানিক সমতা, পরীক্ষার সুযোগ এবং জ্ঞানের প্রবেশাধিকার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যাত্রা এখনও চলছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল, দেশের যে কোনও প্রান্তে নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।



কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলি

রবি শস্যের নুন্যতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি

গ্রিন এনার্জি করিডর প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের অনুমোদন

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের কল্যাণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এমন একটি লক্ষ্য অর্জনে দেশ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে, ৩০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে রবি শস্যের নুন্যতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি, গ্রিন এনার্জি করিডর প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় এবং একটি ইন্টেলিজেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের প্রস্তাবও অনুমোদন পেয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি কৃষকদের সহায়তা এবং পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে...

সিদ্ধান্তঃ অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ২০২৭-২৮ বিপণন মরশুমের জন্য তালিকাভুক্ত সব রবি ফসলের নুন্যতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে।

প্রভাবঃ নুন্যতম সহায়ক মূল্য (MSP) সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে কুসুমফুলের ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি ৬৭৫ টাকা, এরপরই রয়েছে রেপসিড ও সরিষা, যার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কুইন্টাল প্রতি ৪১৩ টাকা। মসুর ডাল, বার্লি, ছোলা এবং গমের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে কুইন্টাল প্রতি ৩৯০ টাকা, ১৩৬ টাকা, ৮৩ টাকা এবং ২৫ টাকা।

- ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে গম সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে ৩,৭১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে।
- ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে ছ'টি রবি ফসল সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে ৩,৯২১ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।

- ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে গম উৎপাদনকারী কৃষকদের প্রদেয় মোট নুন্যতম সহায়ক মূল্যের পরিমাণ বেড়ে ৭.৩১ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে ছ'টি রবি শস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের প্রদেয় নুন্যতম সহায়ক মূল্য (MSP)-র পরিমাণ বেড়ে ৮.৩৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

সিদ্ধান্তঃ ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) –এর সঙ্গে সমন্বিত রাজ্য-অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রিন এনার্জি করিডর ফেজ –III প্রকল্পের অনুমোদন।

প্রভাবঃ এই ঐতিহাসিক উদ্যোগটি ভারতের রাজ্য-অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ১৩৫ গিগাওয়াট পর্যন্ত নবায়নযোগ্য শক্তি সঞ্চালন ও সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করবে।

- ১,৮৬,৪০৫ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটি ২০৩২-৩৩ অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- এটা ২০৩৫ সালের মধ্যে ৯০০ গিগাওয়াট অ-জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে।
- এই প্রকল্পটি দেশের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।
- এটা বিদ্যুৎ, উৎপাদন এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিসরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS)-এর উৎপাদন ও স্থাপনের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয় শিল্পে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
- এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রিড ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ও দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।



সিদ্ধান্তঃ দিল্লিতে ইন্টেলিজেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ITMS) বাস্তবায়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাবঃ এই প্রকল্পের আওতায় ৪২টি চিহ্নিত ট্রাফিক করিডর অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এআই ব্যবহার করে যানবাহনের ওপর নজরদারি চালানো হবে।

- এটা ২৪ মাস ধরে তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে, এরপর পরবর্তী পাঁচ বছর এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে।
- নতুন এই ব্যবস্থায় এমন সব সিগন্যাল থাকবে যা যানবাহনের সংখ্যা ও ট্রাফিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের সময়সীমা সমন্বয় করতে সক্ষম হবে।
- এআই-সহায়ক নজরদারি ব্যবস্থার ফলে চুরি হওয়া ও সন্দেহজনক যানবাহন শনাক্ত করা সহজ হবে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।





৫১,০০০-এরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ

তরুণদের ভবিষ্যৎ-উপযোগী করে গড়ে তুলছে সরকার

জাতীয় শিক্ষানীতি, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং পিএম সেতু-র মতো উদ্যোগগুলি তরুণদের শুধু ভবিষ্যতের জন্যই প্রস্তুত করছে না বরং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতেও সক্ষম করে তুলছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ১৯ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এক 'রোজগার মেলা'য় ৫১,০০০-এরও বেশি তরুণ-তরুণীদের হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। ২০তম রোজগার মেলায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, অর্জিত এই মাইলস্টোনটি শুধু তাদের নিজেদের কঠোর পরিশ্রমেরই ফল নয় বরং তাদের বাবা-মা ও পরিবারের নিষ্ঠা ও ত্যাগেরও ফসল।

জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং নতুন ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ফলে তরুণদের জন্য নতুন সুযোগের পথ প্রশস্ত হয়। এখন ভারত একটি দ্রুত বর্ধনশীল ও প্রধান অর্থনীতি; চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশ ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা' চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রায় দুই কোটি তরুণ প্রথমবারের মতো কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সুযোগ পাবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, এই প্রকল্পের আওতায় যারা

এ পর্যন্ত ১২.৭৫ লক্ষ তরুণ-তরুণী নিয়োগপত্র পেয়েছেন

- সারা দেশের ৪৫টি স্থানে এই রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল।
- নবনিযুক্ত কর্মীরা ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে যোগ দেবেন।
- এর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব বিভাগ, রেল মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইত্যাদি।
- ২০তম রোজগার মেলার মাধ্যমে প্রায় ১২.৭৫ লক্ষ তরুণ-তরুণীর বিভিন্ন দপ্তর ও সরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান হয়েছে।

আজ, ১.৭ কোটিরও বেশি সরকারি কর্মচারী iGOT কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

আপনারা সবাই ভারত সরকারের এমন এক সময়ে যোগদান করেছেন যখন দেশ একটি বিশাল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে – ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্য। এই প্রচেষ্টায় যুবকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

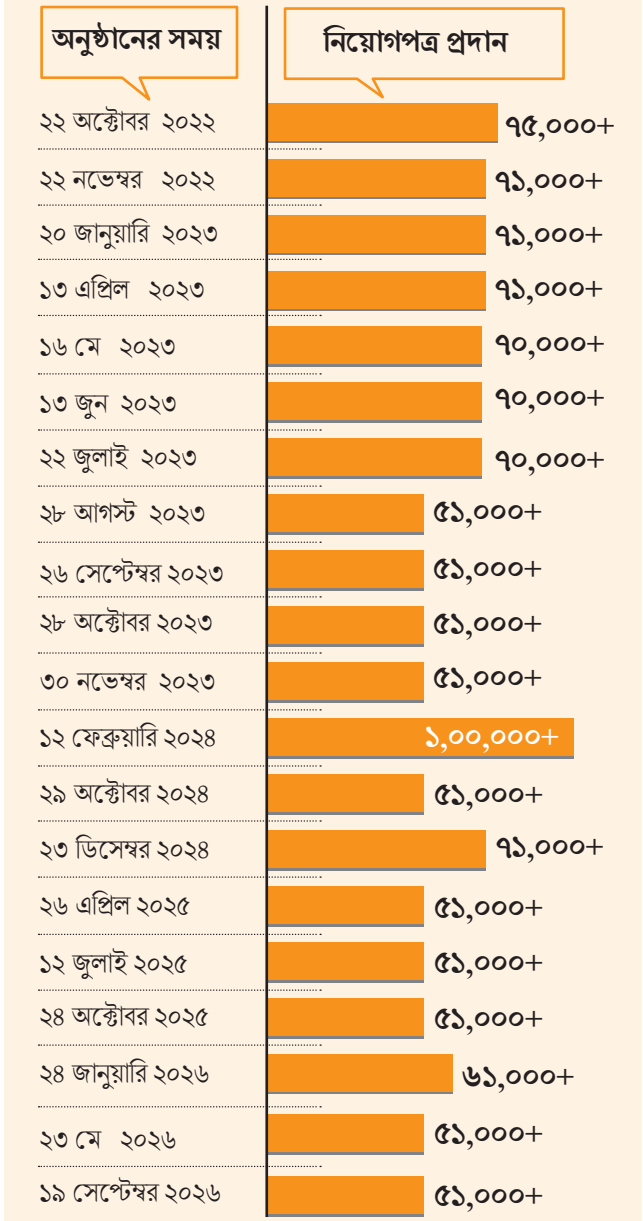
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভবিষ্যতের জন্য তরুণদের প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব

- জাতীয় শিক্ষানীতি, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং শিক্ষানবিশ কর্মসূচির প্রসারে উদ্যোগ।
- পিএম-সেতু প্রকল্পের আওতায় ৬০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ১,০০০টি সরকারি আইটিআই-কে আধুনিক করে তোলা হচ্ছে।

প্রথমবারের মতো চাকরি পাচ্ছেন, সরকার সেইসব তরুণকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রণোদনা দিচ্ছে। পাশাপাশি, যারা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন, সেইসব নিয়োগকর্তাকেও প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। এককথায়, সারা দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রোজগার মেলা তরুণদের সরকারি চাকরি প্রদান করে







সেমিকন্ডাক্টর

উদ্ভাবন, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ উন্মোচন

শক্তিশালী অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাপী আস্থার ওপর ভর করে ভারত একটি নতুন বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে চলেছে। এই যাত্রায় সেমিকন্ডাক্টর শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬' অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্র দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার জন্য দেশ ও বিদেশের মেধাবী তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান।

২০২২ সালে সেমিকন ইন্ডিয়া কার্যক্রম শুরু হয়। মোহালি ও সুরাটে দুটি নতুন কারখানায় বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং চিপগুলি এখন বিশ্বজুড়ে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এর ফলে রেকর্ড সময়ের মধ্যে দেশে চিপ ডিজাইন, সরঞ্জাম উৎপাদন এবং পরীক্ষার সক্ষমতা গড়ে উঠেছে। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই তথ্যগুলি তুলে ধরেন এবং ১৩.৫ বিলিয়ন ডলারের সেমিকন্ডাক্টর মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘোষণা করেন। এছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক কোম্পানি, স্টার্টআপস এবং ডিজাইন ফার্মগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সহজতর করার লক্ষ্যে গৃহীত নতুন সব নীতিগত সংস্কারের বিষয়ও উল্লেখ করেন।



গত ১৫ দিনের উল্লেখ্য অর্জনগুলি...

৩,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর চালু করা হয়েছে।

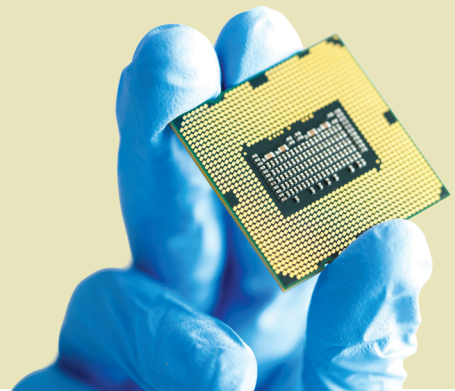
- প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সদস্য দেশগুলি সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিকস দিল্লি ঘোষণা গ্রহণ করেছে।
- মুম্বাইতে গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে এজেন্টিক এআই ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যের মূল বিষয়গুলি...

গত দু'বছরে সেমিকন্ডাক্টর বাজারের আকার

২০% **-এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে; মূলত এআই-এর চাহিদাই এর প্রধান চালিকাশক্তি।**

- এক লক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা; এর মধ্যে ৭০,০০০ শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা এখন ৬০ গিগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে, যা এক দশক আগেও ছিল মাত্র দুই গিগাওয়াটের কাছাকাছি।





সাধারণত একটি সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে কয়েক দশক সময় লাগে, অথচ ভারত স্বল্প সময়ের মধ্যেই এক্ষেত্রে উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দেশ একইসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছে...

- চিপ ডিজাইন ও উৎপাদন।
- যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সরবরাহ।
- চিপ পরীক্ষার সক্ষমতা।

"বর্তমানে ভারতে গবেষণারত তরুণ মেধাবীদের এগিয়ে আসতে হবে। যারা বিদেশে গবেষণা করছেন... তাদেরও ভারতের অভ্যন্তরে উন্নত প্রযুক্তির বিকাশে সামিল হওয়া উচিৎ।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।



‘উড়ান’-এর ১০ বছর

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার...

আত্মনির্ভর ভারতকে শক্তিশালী করা

“আমি চাই সাধারণ মানুষ হাওয়াই চটি (ফ্লিপ-ফ্লপ) পরে বিমানে যাতায়াত করুক।” প্রথম উড়ান পরিষেবার সূচনা লগ্নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কথা বলেছিলেন... আর আজ উড়ান –এর পরিসংখ্যান বলছে যে ১.৬৮ কোটিরও বেশি মানুষ এই সাশ্রয়ী বিমান পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করেছেন। ৪ জুলাই, ২০২৬-এ এই প্রকল্পের একটি সংশোধিত ও নতুন পর্যায় চালু করা হয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য শুধু ১২০টি নতুন গন্তব্যে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং ৪ কোটি যাত্রীকে সেবা প্রদান করাই নয় বরং দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ক্ষেত্র ও আত্মনির্ভর ভারত অভিযানকে আরও শক্তিশালী করে তোলাও।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জন্য একটি বিমান চলাচল নীতি প্রণয়ন করেছে। ফলে, ২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর, আঞ্চলিক বিমান সংযোগ প্রকল্প ‘উড়ান’ – উড়ে দেশ কা আম নাগরিক-এর অনুমোদন দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের উদ্বোধনী ফ্লাইটটি ২০১৭ সালের ২৭ এপ্রিল ওড়া শুরু করে। প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পর দশ বছর কেটে গেছে। এই দশকে, উড়ান প্রকল্প ৬৭৯টি রুট চালু করেছে এবং ৯৫টি বিমানবন্দর, হেলিপোর্ট ও ওয়াটার অ্যারোড্রোমকে সংযুক্ত করে আঞ্চলিক বিমান সংযোগে এক উল্লেখ্য পরিবর্তন এনেছে। ২০২৬ সালের জুলাই মাস নাগাদ, ১.৬৮ কোটিরও বেশি যাত্রী এই সাশ্রয়ী পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছেন।

> **আমাদের সরকার উড়ান প্রকল্পকে আরও সম্প্রসারিত করেছে এবং আগামী বছরগুলিতে ছোট শহরগুলিতে ১০০টি নতুন বিমানবন্দর এবং ২০০টি নতুন হেলিপ্যাড নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পটি ভারতের বিমান চলাচল ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।**
>
> *- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ভারতের আকাঙ্ক্ষার এক উদযাপন

২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর চালু হওয়া উড়ান প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই স্বপ্নকে – যাতে সাধারণ হাওয়াই চটি (ফ্লিপ-ফ্লপ) পরা মানুষও 'হাওয়াই জাহাজ'(বিমান) চড়তে পারেন – একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করেছে। এই প্রকল্পটি বিমানযাত্রাকে প্রতিটি ভারতীয়র জন্য সহজ ও সুলভ করে তুলেছে। আজ উড়ান শুধুই যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি প্রকল্প নয় বরং এটা ভারতের আকাঙ্ক্ষার এক উদযাপন; যা কৃষক, শিক্ষার্থী, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের জন্য উন্নয়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। টিয়র-২ ও টিয়র-৩ পর্যায়ের শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত - সর্বত্রই বিমান পরিষেবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পর্যটন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

ভারতের বিমান যাত্রায় আরেকটি উল্লেখ্য সাফল্য

এই প্রকল্পের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৬-এর ২৫ মার্চ এর একটি পরিমার্জিত

ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (ICAO)-এর 'ইকোনমিক বেনিফিটস অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনঃ রিপলস অফ প্রসপারিটি' শীর্ষক একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যয় করা প্রতি এক রুপি ৩.২৫ গুণ অর্থনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে, পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ৬.১ গুণ।

সংস্করণ অনুমোদন করে। ২০২৬-এর ৪ এপ্রিল চালু হওয়া এই সংশোধিত উড়ান প্রকল্পের লক্ষ্য হলো সারা দেশের টিয়র-২ ও টিয়র-৩ শহর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা। অসামরিক বিমান চলাচলের মাধ্যমে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আগামী দশ বছরে প্রায় ২৯,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান অথচ পরিষেবা-বহির্ভূত এয়ারস্ট্রিপসগুলিকে ১০০টি পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দরে উন্নীত করা এবং পার্বত্য, উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় ও সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলিতে ২০০টি হেলিপোর্ট নির্মাণ করা হবে। এটা 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে উল্লেখ্য অগ্রগতি নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের এই নতুন পর্যায়টি লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তে 'সবকি উড়ান, সবকা বিকাশ'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ন করা নিশ্চিত করবে। ●

'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযান জোরদার করা

উড়ান প্রকল্পের নতুন পর্যায়ে, দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য দুটি 'ধ্রুব' হেলিকপ্টার এবং দুটি 'ডর্নিয়ার' বিমান সংগ্রহ করা হবে। এর ফলে ছোট বিমানের ঘাটতি দূর হবে এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের আওতায় দেশের বিমান চলাচল শিল্প আরও গতিশীল হবে। আঞ্চলিক রুটে বিমান পরিষেবার দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এবং যাত্রী সংখ্যা বাড়াতে, এই প্রকল্পে পাঁচ বছর পর্যন্ত ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং (VGF) বা আর্থিক সহায়তা প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে।





অন্নপূর্ণা প্রকল্পের আওতায় ৩,০০০ টাকার চতুর্থ কিস্তি প্রদান

বাংলার নারীদের জন্য নতুন শক্তি

চলতি বছরের ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ পরিবর্তনের এক নতুন পথ বেছে নিয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা ও তাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করে চলেছে...

মা ও বোনেরা সংসারের নানাবিধ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। একজন নারী তার পরিবারের সবরকমভাবে যত্ন নেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের দুশ্চিন্তা কমে গেলে তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষ্যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্নপূর্ণা প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর ১.৫ কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, বাংলার নারীদের আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সরকারের লক্ষ্য হলো এটা নিশ্চিত করা যে, কোন যোগ্য নারীই যেন এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। একজন মায়ের ক্ষেত্রে এই অর্থ সন্তানের পড়াশোনার খরচ মেটাতে সাহায্য করতে পারে; আবার একজন বোনের ক্ষেত্রে তার ওষুধ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালির সামগ্রী কেনার সংস্থান করে দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, আমাদের লক্ষ্য হলো বাংলার নারীদের হাতেও যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে এবং তারা যেন এগিয়ে যাওয়ার সাহস অর্জন করতে পারেন। এক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার ছিল বাংলার নারীদের জীবনযাত্রাকে সহজ করা এবং তাদের 'জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য' বৃদ্ধি করা। তাই আমরা মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম – কথা কম, কাজ বেশি! অর্থাৎ, কম কথা ও বেশি

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারঃ জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের সমাধান

গর্ভাবস্থায় পুষ্টি	মাতৃ বন্দনা যোজনা
কন্যা ভ্রূণহত্যা প্রতিরোধ	বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও
শৌচাগারের অভাবে স্কুলছুট হওয়া রোধ	লক্ষ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ
কন্যাদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ	সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা
কন্যাদের জন্য সৈনিক স্কুলে ভর্তির সুযোগ	সৈনিক স্কুলের দ্বার উন্মোচন
কন্যাদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করতে সক্ষম করা	মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে জামানত মুক্ত ঋণ
মাতৃত্বের পরেও কর্মজীবন অব্যাহত রাখা	বর্ধিত মাতৃত্বকালীন ছুটি
গ্রামে মেয়েদের জন্য নতুন উপার্জনের সুযোগ	স্বনির্ভর গোষ্ঠী
রান্নাঘরের ধোঁয়া থেকে মুক্তি	উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ
বাড়িতে জলের সহজলভ্যতা	'হর ঘর নল সে জল' প্রকল্প
অন্ধকার থেকে মুক্তি	সৌভাগ্য যোজনার আওতায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ
আর্থিক দুশ্চিন্তা ছাড়াই স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ	আয়ুষ্মান কার্ড
ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুবিধা	জন ধন যোজনা
গৃহস্থালীর সম্পত্তির অধিকার	পিএম আবাস যোজনা





মা, বোন ও কন্যাদের জীবনচক্র সম্পর্কিত প্রতিটি সমস্যার সমাধান করাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। আমরা সকলে মিলে এক নতুন বাংলা গড়বো। বিকশিত বাংলার শক্তিতে বিকশিত ভারতের সংকল্প আরও দৃঢ় হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কাজ। ঠিক এই মানসিকতা নিয়েই অন্নপূর্ণা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। সরকার গঠনের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ পৌঁছাতে শুরু করেছে। এতে কোন 'কাট মানি' বা মধ্যস্বত্বভোগীর কারবার নেই। (এখন বাংলায় কাট মানি চলে না)।

৫০ লক্ষ নতুন দরিদ্র পরিবার স্থায়ী বাড়ি পাবে

গত ১২ বছরে, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সময়মতো বাংলায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার ফলে দরিদ্র পরিবারগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখন সেই থমকে থাকা প্রকল্পগুলিকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

বাংলায় নতুন সরকার গঠনের পর, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় স্থায়ী বাড়ি পাওয়ার যোগ্য ৫০ লক্ষেরও বেশি দরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনাও কার্যকর করা হয়েছে। বাংলার প্রতিটি বকেয়া প্রকল্প ও থমকে থাকা কাজ এখন নতুন গতি পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

‘পরিবেশ ও জলবায়ু পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ’ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

পরিবেশ
উন্নয়নের পাশাপাশি সংরক্ষণ

ভারত প্রমাণ করেছে যে, বলিষ্ঠ নীতিমালার মাধ্যমে উন্নয়ন ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক হিসেবে চলতে পারে। গত এক দশকে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে। এর ফলে, প্যারিস কপ-২১ চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলি নির্ধারিত সময়ের আগেই পূরণকারী একমাত্র জি-২০ রাষ্ট্র হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ‘পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ’ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ভারতে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বিশ্ব গড়ের অর্ধেকেরও কম।

কার্বন নিঃসরণজনিত প্রভাব নিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত একটি ভুল ধারণার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রায়শই অন্যায়ভাবে দায়ী করা হয়। তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেন কারণ উন্নত দেশগুলি ভারতের তুলনায় মাথাপিছু ছয় গুণ বেশি কার্বন নিঃসরণ করে থাকে। পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে নতুন নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। জীবাশ্ম-বহির্ভূত জ্বালানি এবং সৌরশক্তি ব্যবহারের সক্ষমতার ক্ষেত্রে দেশ বিশ্বমানের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।





পরিচ্ছন্ন শক্তি

১২ বছরে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ২ গিগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৬০ গিগাওয়াটেরও বেশি হয়েছে।

৩ মিলিয়ন কৃষক কুসুম (KUSUM) প্রকল্পের আওতায় সৌরচালিত পাম্প পেয়েছেন।

৫ মিলিয়ন পরিবারকে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রতিটি পরিবার ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

২০০ মিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব হয়েছে ‘এক দেশ-এক গ্রিড’ উদ্যোগের মাধ্যমে।

- সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে জীবাশ্ম-বহির্ভূত উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের সক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।



পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা

- দেশের প্রথম হাইড্রোজেনচালিত ট্রেনটি পরিবেশবান্ধব ও পরিচ্ছন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার পথে একটা বড় মাইলফলক।
- গত বছর বৈদ্যুতিক যানবাহনের বিক্রি ২.৫ মিলিয়নে পৌঁছেছে; ২০১৪ সালের আগে এই সংখ্যা ছিল ৩,০০০-এরও কম – অর্থাৎ বিক্রির পরিমাণ ৯৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে **২০**
টিরও বেশি শহরে মেট্রো পরিষেবা চালু রয়েছে, অথচ ২০১৪ সালে এই সুবিধা মাত্র পাঁচটি শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল





প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

“গত ১২ বছরে পরিবেশ সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমাদের মূল মনোযোগ ছিল নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর এবং পরিবেশ রক্ষায় এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

জল সংরক্ষণ থেকে প্রাকৃতিক কৃষি

- জল সংরক্ষণঃ ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ অভিযানের আওতায় ৭০,০০০-এরও বেশি ‘অমৃত সরোবর’ এবং ১৫ মিলিয়ন বৃষ্টির জল সংগ্রহের কাঠামো নির্মাণ।
- ‘প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা’ এবং ‘পার ড্রপ, মোর ক্রপ’ উদ্যোগের মাধ্যমে ২০ মিলিয়নেরও বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছেন।
- ন্যাশনাল মিশন অন ন্যাচারাল ফার্মিং-এর আওতায় ১.২৫ মিলিয়ন হেক্টর এলাকা জুড়ে ২৪,০০০ প্রাকৃতিক কৃষি ক্লাস্টার গড়ে তোলা হয়েছে।
- জলবায়ু –সহনশীল ৩,০০০ ফসলের জাত উদ্ভাবন।
- গত ১২ বছরে ঘন বনভূমির পরিমাণ ২২% এরও বেশি বৃদ্ধি।



রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করছেন

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২২শে সেপ্টেম্বর, গুজরাটের কেভাড়িয়ায় একতা নগরে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট অভিনেতা অনন্ত নাগকে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার প্রদান করেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রী নাগকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে অন্যরাও পুরস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীমতী মুর্মু পুরস্কারপ্রাপকদের প্রতিভা, অধ্যাবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র এদেশের জনগণের স্বপ্ন, ঐতিহ্য, সংগ্রাম এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যে নীহিত রয়েছে।

একজন প্রকৃত নায়ক আলোর সন্ধান দেন, আধারের নয়

জনপ্রিয় অভিনেতাদের প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, এই সব সফল অভিনেতাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনশৈলীর প্রচারের জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত, শরীরের জন্য কোন ক্ষতিকারক পদার্থের বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন। মূলত শিশু এবং কিশোররা জনপ্রিয় শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। একজন প্রকৃত নায়ক আলোর সন্ধান দেন, আধারের নয়।

দেশের বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হবে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনা অনুসারে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের



দিল্লির বাইরে একতা নগরে চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য:

৩৪ টি ভাষার ৪০০টি কাহিনীচিত্র এবং

২৪ **টি ভাষার ১৬১টি অ-কাহিনীচিত্র পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে।**

- ২২টি কাহিনীচিত্র এবং ২৩টি অ-কাহিনীচিত্রের বিভাগে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
- ভারতীয় চলচ্চিত্র সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ এবং বিশ্বজুড়ে গল্প কথনের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
- দিল্লির বাইরে - একতা নগরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জাতীয় ঐক্যের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আয়োজন করা হয়েছে।

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।





- ব্রামাযোগাম-এর জন্য মাম্মোট্টি এবং চান্দু চ্যাম্পিয়ন-এর জন্য কার্তিক আরিয়ান-কে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ

- **ইয়ামি গৌতম** আর্টিকেল ৩৭০ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কার গ্রহণ করছেন।
- শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্রের পুরস্কার পেয়েছে আর্টিকেল ৩৭০।
- 'ভক্ষক' চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জয় মিশ্র।
- শ্রেষ্ঠ সহায়ক নায়িকার পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন সচনা নমিদাস (মহারাজা চলচ্চিত্রের জন্য) এবং রূপশ্রী ভারাকাড়ি (মিথ্যা চলচ্চিত্রের জন্য।
- সার্বিক বিনোদনের জন্য কল্কি ২৮৯৮ এডি চলচ্চিত্রকে শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।



- প্রথমবার পরিচালক হিসেবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার গ্রহণ করছেন **রণদীপ হুড়া** (স্বতন্ত্র্য বীর সাভারকর চলচ্চিত্রের জন্য)।

অনুষ্ঠানগুলি দেশের বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানগুলিকে চিরাচরিত কেন্দ্রগুলির বাইরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজন করা হবে। ভবিষ্যতে কোথায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা যায়, সেবিষয়ে তিনি রাজ্যগুলিকে প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার যাতে নির্ধারিত সম্মেলন কক্ষের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রদান করা যায়, এটি সেই উদ্যোগেরই অংশ।



গুজরাট জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছে

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হল গুজরাটে। গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এই প্রথম দিল্লির বাইরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের রীতি গ্রহণ করায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মৃতি বিজড়িত কেভাড়িয়ার একতা নগরে প্রথমবার আয়োজন করার সুযোগ পাওয়ায় বিষয়টি গুজরাটের জন্য অত্যন্ত গর্বের।



কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারাপুল্লার তৃতীয় পর্যায়ের এলিভেটেড করিডোরের উদ্বোধন করছেন

জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হল

২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ভারত এগিয়ে চলেছে। রাজধানী দিল্লিতে এই উন্নয়ন যাত্রারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২৯শে সেপ্টেম্বর বারাপুল্লার তৃতীয় পর্যায়ের করিডোরের উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে দিল্লি এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং জ্বালানি ও সময়ের সাশ্রয় হবে।

দিল্লির উন্নয়ন যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জাতীয় রাজধানীর উন্নয়নের জন্য ১,৯৪১ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এর মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়ের সূচনা হয়।

- দিল্লিবাসীর কাছে দীর্ঘ দিনের বকেয়া বারাপুল্লা এলিভেটেড রোডের তৃতীয় পর্যায়টি উৎসর্গ করা হল।
- এর ফলে ময়ূর বিহার ফেজ-১ থেকে এইমস-এর মধ্যে কোন সিগন্যাল ছাড়াই যাওয়া-আসা করা যাবে। যানজট কমবে, সময় বাঁচবে এবং লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর সুবিধা হবে।
- মুকারবা চক আন্ডারপাস সহ মোদী মিল-সাবিত্রী সিনেমা ফ্লাইওভার এবং লোনি আন্ডারপাস দিল্লির যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী করবে।
- নিত্যযাত্রীদের সময় বাঁচাতে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে।



PMO India ✓
@PMOIndia

Free Trade Agreements हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं।

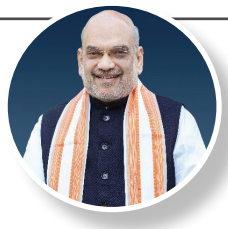
इस तरह के trade agreements से हमारे entrepreneurs के लिए नई partnerships के रास्ते खुलते हैं, नए markets के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए career में नई possibilities बनती हैं: PM @narendramodi



Rajnath Singh ✓ @rajnathsingh

तकनीक को आम नागरिक की ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बनाना ही मोदी जी का विज़न है।

जनधन, UPI, आयुष्मान भारत और 5G नेटवर्क जैसी पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने भारत को 'विकसित भारत' के संकल्प की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाया है। उनके इन प्रयासों ने जनविश्वास को और मज़बूत किया है।



Amit Shah ✓
@AmitShah

आने वाले दिनों में नशामुक्त मित्र देश के 10 लाख स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचकर युवाओं को जागरूक करेंगे।



Nitin Gadkari ✓ @nitin_gadkari

Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, Ayushman Bharat has emerged as a transformative force in India's healthcare journey, ensuring that quality healthcare is more accessible, affordable and people-centric.



Nirmala Sitharaman Office ✓
@nsitharamanoffc

In 2014, Hon'ble PM Shri @narendramodi opened the doors of banking to everyone through PM Jan Dhan accounts, without requiring a minimum balance.

In 2015, PM MUDRA Yojana enabled small entrepreneurs to access loans without collateral.

By repaying their loans on time, beneficiaries have been able to access higher amounts, strengthen their credit profiles and build greater credibility with banks.

Today, many are growing their businesses and accessing regular banking facilities.



Kiren Rijiju ✓
@KirenRijiju

Union Cabinet, under the leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, approves enhancement of the wage ceiling for mandatory #EPFO coverage from ₹15,000 to ₹25,000 per month.
The decision is expected to bring 51 lakh+ additional employees under mandatory EPFO coverage.

Modi pays tributes to legendary poet 'Dinkar'

Agencies
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Wednesday paid tribute to the legendary Hindi poet, freedom fighter, and Padma Bhushan awardee Ramdhari Singh 'Dinkar' on his 118th birth anniversary, remembering him as a towering literary figure whose fiery works continue to instil national pride and self-respect in generations of Indians.

In a post on X, PM Modi noted that Dinkar's spirited compositions, rich with public awakening and patriotic fervour, will remain a timeless source of inspiration.

"On the birth anniversary of the National Poet Ramdhari Singh Dinkar, I offer my deepest respects to him a hundredfold. His fiery poems, brimming with the sentiments of public awakening and national pride, continue to infuse valour, vigour, and self-respect into the hearts of the countrymen even today. His works not only enrich literature but also inspire devotion to the motherland. His towering personality and timeless creations will guide generations of Indians for ages to come," he said. Born on September 23, 1908, Dinkar emerged as one of the most prominent modern Hindi poets in the country.



Other key leaders also paid homage to Dinkar's lasting contribution to Indian literature.

UP CM Yogi Adityanath said, "...With his impartial and fearless pen, he awakened national pride and infused new energy into the consciousness of every individual." Bihar CM Samrat Choudhary highlighted Dinkar's mastery of patriotic compositions, public consciousness, and 'veer ras' (heroic sentiment).

Ayushman Bharat@8: 60cr citizens covered

13Cr Availed Scheme, 48.5Cr Cards Created



PM Modi said Ayushman Bharat had transformed healthcare access for millions & described it as the world's largest health assurance scheme

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Eight years after Ayushman Bharat was launched with the aim of making quality and affordable healthcare accessible to people, the scheme now covers more than 60 crore beneficiaries, with over 13 crore people having availed treatment worth over Rs 2 lakh crore through 39,000-plus empanelled public and private hospitals.

PM Narendra Modi, marking the eight-year milestone in a post on X, said Ayushman Bharat had transformed healthcare access for millions and described it as the world's largest health assurance scheme. He highlighted the Rs 5 lakh annual health cover available to more than 60 crore people and said the scheme had enabled savings on medical expenses, benefiting poor and middle-class families.

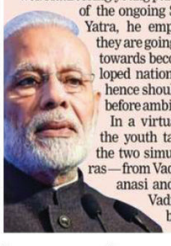
Modi also highlighted the expansion of healthcare closer to people through Ayushman Arogya Mandirs, which have recorded more than 500 crore visits. He said the journey represented govt's commitment to accessible and affordable healthcare.

Sharing the latest figures, health minister JP Nadda said more than 60 crore people were covered under the scheme and 48.5 crore-plus cards had been created. He highlighted the human impact of the numbers, pointing to families being protected from the burden of medical expenses, patients receiving timely treatment and households being able to face illness without the fear of financial hardship.

Even At Peak of Power, Keep Service Above Self: PM to Youth

Our Political Bureau

New Delhi: In an outreach to Gen Z workers of the BJP, Prime Minister Narendra Modi underlined on Thursday that serving the people should always be their highest priority, even at the peak of power. Addressing young party volunteers of the ongoing Seva Sankalp Yatra, he emphasised that they are going to lead India towards becoming a developed nation by 2047 and hence should put service before ambition.



In a virtual address to the youth taking part in the two simultaneous yatras — from Vadnagar to Varanasi and Varanasi to Vadnagar — that began on his birthday on September 17, the prime minister insisted that "Sewa parmo dharma" has been the core aim of the BJP since its inception.

We will spread the message of service through service, not through words alone, says Modi

"We will give the message of service through service, not through words alone. People should know from our conduct that whatever heights of power we attain, our attitude will be that of sewa (serving the people). We will never deviate from the path of service, whatever peaks of power we reach. We will move forward with 'sewa parmo dharma (service is the prime duty)'," Modi said.

Modi reaffirmed his party's resolve to focus on the country's development over politics and polls and said youth will play a major role in realising the resolve to make India a developed nation by 2047.

Nat'l film awards will now be at tourist destinations: Vaishnaw

TIMES NEWS NETWORK



President Droupadi Murmu presents the Best Actress in a Leading Role award to Yami Gautam for her performance in Article 370 during the 72nd National Film Awards, in Gujarat, Tuesday

New Delhi: On a day Ekta Nagar in Gujarat's Kevadia — where 'Statue of Unity' holds centrestage — became the space for the 72nd National Film Awards, information and broadcasting minister Ashwini Vaishnaw on Tuesday said govt plans to take these awards to some of the best tourism destinations across states in the future.

He urged all states to send in their proposals of best tourist destinations, and prepare and execute 360 degree development plans in those areas. "The proposal of whichever state is selected, the next national film awards will be held at that tourist destination," he said.

Reflecting on PM Narendra Modi's vision when G20 summit was organised in India in 2023, Vaishnaw said that at that time too programmes related to the summit were held across different states. The same is being done with the film awards and, therefore, these are being organised and will be taken to different tourist destinations in the future, he said.

Centre signs MoUs with 21 States for next phase of UDAN

Our Bureau
New Delhi

Over 20 State governments have shown interest in the Centre's modified UDAN scheme, which aims to accelerate airport construction, expand helicopter connectivity and promote domestic aviation manufacturing.

Accordingly, the Union Ministry of Civil Aviation has signed memoranda of understanding (MoUs) with 21 States for the next phase of UDAN.

Speaking after the signing on Tuesday, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu said the Centre will adopt a challenge-based approach to prioritise airport projects that could be taken up quickly.

Rather than pursuing all projects simultaneously, the Ministry intends to select priority airports and those that are relatively easier to execute.

EXPEDITING PROJECTS

"Earlier, it could take up to three years to complete these airports. We want to reduce this," Naidu said.

"From the day the project starts, we want to finish it within 18 months and give the public the opportunity to travel from there."

According to the Minister, the next phase incorporates lessons from the earlier scheme and follows workshops with States.

Further, Naidu said the remaining States were finalising their MoU documents, and the Ministry expected to complete the signing process within two-three weeks.

The scheme also envisages 200 heliports across the country, with a focus on improving access in the North-East, and remote locations.

Furthermore, Naidu said the Centre will spend almost ₹30,000 crore over the next 10 years under the next phase of UDAN. Contributions from States and other stakeholders could take the overall scale to ₹60,000 crore, he added.

NEW ENTRANTS

The scheme could also encourage new airlines to enter the market and help existing operators strengthen their operations.

Additionally, Naidu said domestic aircraft manufacturing will be an important part of the next phase, in line with the government's Atmanirbharta and Make in India objectives.

Aviation manufacturing, he said, could generate highly skilled jobs and wider employment.

In addition, Naidu said UDAN had supported the development of more than 90 airports over the past decade and benefited nearly 1.54 crore passengers through affordable air travel.

He said the next phase will cater to need for airports closer to tier-II and -III cities. "It is important for us to plan for Viksit Bharat 2047, when India should ideally have more than 350 airports," he said.

Last month, *businessline* had reported that the Centre was inviting nominations from States and Union Territories to select the first batch of 50 airports for development under the modified UDAN scheme.

PM chairs ministers' meet with reforms agenda on the table

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, SEPTEMBER 23

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday chaired a meeting of the Council of Ministers to review the government's reform agenda as the second quarter of the current fiscal year nears its end.

The meeting, held at Sewa Teerth, focused on short-, medium- and long-term goals aimed at advancing the government's Viksit Bharat vision.

The Prime Minister reviewed past progress, assessed current challenges and discussed future priorities. He emphasised the need to unleash the next generation of reforms to



আজাদ হিন্দ সরকারের ৮৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস

২১ অক্টোবর, ২০২৬

আজাদ হিন্দ বাহিনীর

নেতৃত্বে প্রথম সামরিক অভিযান

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রত্যেকের অন্তরে দেশপ্রেমের ভাবনাকে জাগ্রত করেছিলেন। যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর মাধ্যমে প্রথম সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯৪৩ সালে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মাধ্যমে নেতাজী বিপ্লবীদের মধ্যে সেই ভাবনাকে প্রোথিত করেছিলেন যে দেশ তার নিজের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করবে ..



- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্ক, মুদ্রা ও ডাকটিকিট ছিল।
- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু রানি ঝাঁসিবাঈ রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের জন্য সমান সুযোগের ভিত গড়েছিলেন।



“নেতাজীর একটিই লক্ষ্য, একটিই উদ্দেশ্য ছিল – ভারতের স্বাধীনতা। ভারতমাতাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এটিই ছিল তাঁর আদর্শ এবং কর্মক্ষেত্র।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 OCTOBER 16-31, 2026

RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: October 1, 2026 Pages: 46)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003